রাঁচি, সোমবার
18:12:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>069 >> 01 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৬৯ >> << ০১লা, পৌষ ১৪৩০>>

web : www.rashtriyakhabar.com

জোর করে দেশে পাঠানো হতে পারে, এই আতংকে আছেন তুরস্কে আফগান শরণার্থীরা

তুরস্ক : ইদরিস নিয়াজি কাবুলে সরকারী কর্মচারী হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন, কিন্তু ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতা দখল করার পর তার জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। নিয়াজি (৩২) এখন তুরস্কের কায়সেরি প্রদেশে ঢালাইকারী হিসেবে কাজ করছেন এবং তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তিনি সারাক্ষণ আতংকে থাকেন, কখন তাকে আবারও আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে। জাতিসংঘ বলছে ২০২১ এর আগস্ট থেকে শুরু করে ১৬ লাখেরও বেশি আফগান নাগরিক দেশটি ছেড়ে পালিয়েছে। যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আফগান শরণার্থীর সংখ্যা ৮২ লাখে পৌঁছেছে। ৩ লাখেরও বেশি আফগান শরণার্থী তুরস্কে বসবাস করছেন। তাদের অনেকেই নিয়াজির মতো তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয় পাওয়ার আশায় আছেন। তুরস্কে কেউ স্থায়ীভাবে থাকতে চাইবে না, বলেন নিয়াজি। যেসব শরণার্থী ইউরোপে যাওয়ার আশা করছেন, তাদের কাছে তুরস্ক হচ্ছে সংযোগ সেতুর মতো। তুরস্কে বসবাসরত অনেক আফগান পরিবার তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয় পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। ২০১৬ সালে তুরস্কে পালিয়ে আসেন মুনির মানসুরি। তিনি এখনো তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয় পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

বাজার দর

SENSEX : 71483.75 +969.55
NIFTY : 21456.65 +273.96

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
21.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .23 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

গাজার হাসপাতাল থেকে প্রায় ৮০ হামাস সদস্যকে গ্রেপ্তারের দাবি ইসরায়েলের

গাজা : ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, তারা গাজা উপত্যকার একটি হাসপাতাল থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। একই হাসপাতাল থেকে 'সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত' প্রায় ৮০ হামাস সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ইসরায়েলি বাহিনী এসব কথা বলেছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস বলছে, হাসপাতালটিতে 'ভয়াবহধ্বংসযজ্ঞ' চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গত বুধবার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ইসরায়েলি বাহিনী কয়েক দিন ধরে গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে তারা রোগীদের কক্ষে গুলি ছুড়েছে এবং কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে।

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তাবিষয়ক সংস্থা (ওসিএইচএ) বলেছে, একই দিন হাসপাতালের বাইরের অজ্ঞাত স্থান থেকে হাসপাতালের পরিচালক এবং আরও প্রায় ৭০ চিকিৎসাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

ওসিএইচএ আরও বলেছে, ইসরায়েলি বাহিনী পাঁচ চিকিৎসক ও নারী কর্মীকে মুক্তি দিয়েছে। তবে যাঁদের আটক করা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগ

পাওয়া গেছে।

শনিবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, কামাল আদওয়ান হাসপাতাল এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে। ওই হাসপাতালটিকে হামাস নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করত।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও বলেছে, তাদের 'সেনারা প্রায় ৮০ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ওই এলাকায় তাদের সন্ত্রাসী অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করেছে।' হাসপাতাল থেকে 'বিপুলসংখ্যক অস্ত্র' উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি তাদের।

হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে উল্লেখ করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, 'ওই কর্মীরা স্বীকার করেছেন, অস্ত্রগুলো ইনকিউবেটরে (অপরিণত শিশুদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত) লুকানো ছিল।

এদিকে শনিবার এক বিবৃতিতে হামাস অভিযোগ করেছে, ইসরায়েলি সেনারা হাসপাতালটির ভেতর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন। তাঁরা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষদের তাঁবুগুলো বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ ঘটনায় কয়েকজনের প্রাণহানি হয়েছে।

গাজায় ইসরাইলি আক্রমণে আল জাজিরার সাংবাদিক নিহত

গাজা : ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে আল জাজিরার এক সাংবাদিক নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছেন। আল জাজিরার ক্যামেরা পার্সন সামের আবুদাকা ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। একই ঘটনায় আল জাজিরার গাজা ব্যুরো প্রধান ওয়ায়েল দাহদুহ আহত হন।

খান ইউনিসের একটি স্কুলের ভেতরে আবুদাকা গোলার আঘাতে আহত হয়েছিলেন বলে রয়টার্স থেকে জানা যায়। আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ইসরাইলি গোলাবর্ষণের কারণে প্যারামেডিকরা তার কাছে সাথে সাথেই পৌঁছাতে পারেনি। তার কাছে চিকিৎসা সুবিধা পাঠাতে প্রায় ৫ ঘন্টার বেশি সময় লেগে যায়। যার কারণে চিকিৎসকরা এরপর পৌঁছালেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আল জাজিরার ব্রেকিং নিউজ অ্যালার্টে সাংবাদিকের মৃত্যুর বিষয়ে বলা হয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী মেডিকেল টিমকে সেই মুহূর্তে তার কাছে পৌঁছাতে বাধা প্রদান করেছে। ১৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ কারী আবুদাকা, ২০০৪ সালে আল জাজিরায় যোগ দেন। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গিয়েছেন। আঘাতের পরিমাণ কম থাকায় দাহদুহকে নাসের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে মধ্য গাজার নুসিরাত ক্যাম্পে ইসরাইলি বিমান হামলায় তার স্ত্রী ও সন্তানসহ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরপরই দাহদুহ আবার তার কাজে যোগদান করেন। আবুদাকার মৃত্যুর আগে শুক্রবার জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিচ বলেছিলেন, সহিংস হামলা, সহিংসতা থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারাটা সাংবাদিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুক্রবার আবু দাকার পরিবার এবং তার আল জাজিরার সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস জানিয়েছে, ইসরাইল হামাস যুদ্ধ কভার করতে গিয়ে আবুদাকার মৃত্যুর আগে শুক্রবার পর্যন্ত অন্তত ৬৩ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৫৬ জন ফিলিস্তিনি, চারজন ইসরাইলি ও বাকি তিনজন লেবাননের নাগরিক।

সিকিমে প্রবল তুষারপাতে বিপর্যয়, উদ্ধার চালাচ্ছে সেনাবাহিনী

সিকিম : গত অক্টোবরের পর দু মাস দশ দিনের ব্যবধানে নতুন করে বিপর্যয় নেমে এল ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য সিকিমে। প্রবল তুষারপাতের জেরে বুধবার ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় দুপুর থেকে অবরুদ্ধ সিকিমের বিস্তৃর্ণ এলাকা। আটকে পড়েছেন হাজারের বেশি পর্যটক।

এই বিপর্যয়ের পরেই দ্রুত উদ্ধার কাজে নামে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে ৮০০ জন পর্যটককে উদ্ধার করলেও কিছু পর্যটক এখনও আটকে রয়েছেন।

তাদের উদ্ধারের কাজ চলছে বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর বাহিনীর তরফে পর্যটকদের উদ্ধারের পর সেনা ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে গরম খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

বিপর্যয়ের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বেশ কিছু পর্যটক। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয় সেনা ছাউনিতে।

পরে ধাপে ধাপে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেনা সূত্রের খবর, ভারী তুষারপাতের জেরে সমগো লেক এলাকায় প্রায় ৪০০ গাড়ি আটকে পড়েছিল। তাতে ছিলেন ৮০০'র বেশি পর্যটক। সিকিমের অন্য অংশে এখনও বেশ কিছু পর্যটক আটকে রয়েছেন বলে সেনা সূত্রের খবর। তারা বৃহস্পতিবার ১৪ ডিসেম্বর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুতই আটকে থাকা বাকি পর্যটকদের উদ্ধার করা হবে।

গত ৪ অক্টোবর ভোরে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বিপর্যয় নেমে এসেছিল উত্তর সিকিমে। সেখানে জলের চাপে ফেটে গিয়েছিল লোনক হ্রদ। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসা জলের তোড়ে ভেঙে যায় চুংথাম ড্যাম।

তিস্তা নদীতে দেখা গিয়েছিল হড়পা বান। সেই সময়ে ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গাড়ি - সব কিছু। এই ঘটনার আড়াই মাসের ব্যবধানে ফের বিপর্যয় নেমে এল সিকিমে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

লোহিত সাগরে আক্রমণকারী ড্রোনকে ধ্বংস করেছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ

লন্ডন : ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শনিবার বলেছেন, লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে একটি সন্দেহভাজন আক্রমণকারী ড্রোনকে ভূপতিত করেছে রয়্যাল নেভির যুদ্ধজাহাজ । গ্রান্ট শ্যাপস বলেছেন যে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ছোঁড়া ড্রোনটি ধ্বংস করতে এইচএমএস ডায়মন্ড একটি সি ভাইপার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে । ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এই প্রথমবার রয়্যাল নেভি ক্ষুব্ধ হয়ে রাতারাতি অ্যাকশন নিয়েছে এবং একটি উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুকে গুলি করেছে। শ্যাপস বলেন যে বিশ্ব বাণিজ্যের মূল স্থানে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের এ ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাজ্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষা করতে এই আক্রমণগুলি প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল ক্ষেত্র একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে হুথিরা ইরানের সমর্থন পাচ্ছে। হুথিরা লোহিত সাগরে জাহাজের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু করেছে, পাশাপাশি ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। হুথি বিদ্রোহীরা বলেছে যে তারা শনিবার ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর শহর ইলাত অভিমুখে একগুচ্ছ ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। তাঁরা এই ঘোষণা দিয়েছে মিশরের রাষ্ট্রচালিত মিডিয়া একটি রিপোর্ট করার কয়েক ঘঃটা পর। রিপোর্টে বলা হয়েছিলো লোহিত সাগরের মিশরের রিসর্ট শহর ডাহাব থেকে একটি উড়ন্ত বস্তুকে ভূপাতিত করেছে মিশরীয় বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী । এই মাসের শুরুর দিকে, লোহিত সাগরে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজ হুথি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেন থেকে ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আঘাতের শিকার হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধজাহাজ হামলার সময় তিনটি ড্রোনকে গুলি করেছে। শুক্রবার বিশ্বের বৃহত্তম শিপিং কোম্পানি মারস্ক লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী কার্গো জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরে, লোহিত সাগরের বাব এল মান্দেব প্রণালী দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা সমস্ত জাহাজকে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত তাদের যাত্রা বিরতি করতে বলেছে। এইচএমএস ডায়মন্ডকে দুই সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ থেকে আসা জাহাজের সাথে প্রতিরোধকারী যুদ্ধজাহাজ হিসেবে এই অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল।

বিচিত্র

একটি সুর একজন ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সুরটিরও মৃত্যু ঘটে

যেখানে সন্তানের নাম রাখা হয় সুরে সুরে

মেঘালয় (এজেন্সী): গ্রামটিতে ঢুকলেই মাঝেমধ্যে ভেসে আসবে সুরের আওয়াজ। প্রথম শোনায় মনে হবে হয়তো কোনো পাখি ডাকছে। কিন্তু সংবিৎ ফিরে আসবে একটু পরেই, যখন দেখা যাবে এটা কোনো পাখির নয়, মানুষের ডাক। আর এই সুর ওই গ্রামের বাসিন্দারা মনের আনন্দে নয়, প্রয়োজনে দিয়ে থাকেন। জেনে অবাক হতেই হয়, এটি তাদের নামের অংশ। অর্থাৎ ওই গ্রামের বাসিন্দারা একে অন্যকে কোনো বর্ণযুক্ত শব্দে নয়, মুখে আলাদা আলাদা সুর তুলে ডেকে থাকে।

গ্রামটির অবস্থান ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব কাশি পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। নাম কংথং। উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঘেরা গভীর গিরিখাতে ছোট্ট এই গ্রামের অবস্থান। ছবির মতো অনিন্দ্য সুন্দর এই গ্রামকে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে মনোনয়ন হিসেবে পাঠিয়েছিল ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়।

কংথং গ্রামের বাসিন্দাদের সাধারণত দুটি করে নাম থাকে। এর একটি দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য, যেটি কাগজে কলমে লেখা যায়। আর অন্যটি ডাকনাম যা নাম নয়, সুরের টান মাত্র।

কংথং গ্রামের মায়েরা জন্মের পরপরই তাঁদের সন্তানকে একটি সুরে ডেকে থাকেন। এই সুরের ব্যাপ্তি হয় ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। একটি সুর একজন ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সুরটিরও মৃত্যু ঘটে। এই সুর আর কারও নামে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত মেয়েদের ডাকনামের সুর ছেলের নামের তুলনায় কোমল হয়।

কংথং গ্রামের বাসিন্দারা পূর্বপুরুষদের স্মরণে এভাবে গানের সুরকে ডাকনাম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এই সুরেরও একটি পরিচিতি রয়েছে। সুর ধরে ডাকনাম রাখার এই প্রথাকে বলা হয় জিঙ্গ্রওয়াই আইওবেই। এর অর্থ গোষ্ঠীর প্রথম নারীর গান।

জনপ্রিয় এই পর্যটন গ্রামে যেতে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে সড়কপথে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। গ্রামটিতে পর্যটকদের রাত কাটানোর জন্য রয়েছে চারটি কুটির।

পরিবারের পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে অসহায় রোগীর বিল মিটিয়ে মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনলো দুয়ারে সরকার

মালদাঃ বিহারের পূর্ণিয়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিলের পাহাড় হয়ে গিয়েছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের অসহায় এক রোগীর পরিবারের। পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে সেই অসহায় রোগীর বিল মিটিয়ে মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনলো দুয়ারে সরকার। আর এই পুরো ব্যবস্থাটি করেছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । হরিশ্চন্দ্রপুরের রোগীর পরিবার থেকে এলাকার মানুষেরা জেলাশাসকের এই উদ্যোগকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। এমনকি মালদার বিভিন্ন মহল জেলাশাসকের এমন ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন। যদিও শুক্রবার জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গা সিংহানিয়া নিজের কোনরকম কৃতিত্ব নিতে চান নি । তিনি জানিয়েছেন, একটা সমস্যা হয়েছিল । সেটি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে । রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই রোগীকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন সকালে ওই রোগী তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে বিহার থেকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামের বাড়িতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের পিপলা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক গণেশ দাস (৩৮)। দেড় মাস আগে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার সময় হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হন গণেশবাবু। পায়ে চোট থাকায় তার অস্ত্রোপচার হয় বিহারের পূর্ণিয়ার একটি নার্সিংহোমে। যেহেতু হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে পূর্ণিয়া দূরত্ব অনেকটাই কম তাই পরিবারের লোকেরা সেখানকার একটি নার্সিংহোমে অসুস্থ এই রোগীকে ভর্তি করান।

স্থানীয় সূত্রে আলো জানা গিয়েছে, অতি কষ্টে এলাকার মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে গণেশের অস্ত্রপচার করান তার পরিবারের লোকেরা। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে এক মাসে নার্সিংহোমের বিল হয় লক্ষাধিক টাকা। সেই বিল দিতে পারছিলেন না গণেশের পরিবারের লোকেরা। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় অর্থ সাহায্যের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিলেন গণেশের শাশুড়ি এবং মা। এরপরই বিষয়টি জানতে পেরে তৎপর হন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এরপরই অসুস্থ পরিযায়ী শ্রমিককে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। নার্সিংহোমের বকেয়া বিল মিটিয়ে এদিন গনেশ দাসকে পূর্ণিয়া থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলাশাসকের উদ্যোগে ফিরিয়ে আনা হলো তার পিপলার গ্রামের বাড়িতে। ছেলেকে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন গনেশ দাসের বৃদ্ধা মা। বাবাকে দেখতে পেয়ে খুশি তার দুই নাবালক সন্তানও। জেলাশাসকের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছে এলাকার মানুষ। পরিযায়ী শ্রমিক গণেশ দাস বলেন, বাইরে কাজ করি। ট্রেনে ফেরার সময় হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে দুর্ঘটনা ঘটে। পায়ে অপারেশন হয়েছিল। প্রায় দের লক্ষ টাকা বিল মেটাতে পারছিলাম না তাই আমাকে ছাড়ছিল না। জেলাশাসক সব কিছু ব্যবস্থা করে আজ আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। উনি আমাদের কাছে ভগবান। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম। এরপরই প্রশাসনিকভাবে ওই শ্রমিককে বাড়িতে ফেরানোর সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বাংলার কৃষক, মালদা জেলা বিজেপি বিক্ষোভ মিছিল

মালদা ঃ তৃণমূল সরকারের কুশাসন, কৃষকদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বাংলার কৃষকদের অধিকারের দাবিতে মালদা জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার কমিটির ডাকে বিক্ষোভ মিছিল এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি। মালদা জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে এসে এসডিও হাতে একটি ডেপুটেশন পত্র তুলে দেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ, দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল, বিজেপি যুব মোর্চার নেতা বিশ্বজিৎ রায়, কিষান মোর্চা নেতা নির্ভয় মন্ডল, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা নেতা জিমিদার সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কালিয়াচক থানার সুজাপুরে প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো

মালদা ঃ কালিয়াচক থানার সুজাপুরে প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার সকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে মালদা সদরের ইংরেজবাজার এলাকা থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানতে পারে নি । ওই প্লাস্টিকের গোডাউনে কি ধরনের সামগ্রী মজুত করা হয়েছিল এবং আগুন লাগার পরিস্কার কারণ ও বুঝে উঠতে পারছেন না দমকলের অফিসার কর্মীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট অথবা বিড়ির আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজাপুরে জাতীয় সড়ক থেকে খানিকটা দূরে রয়েছে আক্তার হোসেনের প্লাস্টিকের গোডাউন। বিভিন্ন এলাকা থেকে বজ্র প্লাস্টিক সংগ্রহ করার পর সেই গোডাউনেই মজুত করা হয়। পরবর্তীতে সেই প্লাস্টিকগুলি রিফাইন করেই তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের উপকরণ। এই গোডাউন থেকেই মজুত থাকা প্লাস্টিক রিফাইন করে ভিন রাজ্যে সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই আক্তার হোসেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন সকালে আচমকায় এলাকার এই প্লাস্টিকের গোডাউন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে যায় গোটা গোটাউনটি। আর তা নিয়েই শুরু হয় গোটা এলাকায় আতঙ্ক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই প্লাস্টিকের গোডাউনের আশেপাশে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এদিনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও ছিল। যা নিয়ে আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি হয় । এই প্লাস্টিকের গোডাউনে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও প্লাস্টিক গোডাউনের মালিক আক্তার হোসেনের দাবি, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের যাবতীয় কাগজপত্র তার কাছে রয়েছে।

মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শুক্রবার মারা যান এক মোটরসাইকেল আরোহী

বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বামশোর গ্রামে বাদশাহী রাস্তায় একটি মোটরসাইকেল বর্ধমান অভিমুখে আসছিল ও বাসটি যাচ্ছিল নতুনহাট অভিমুখে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শুক্রবার মারা যান এক মোটরসাইকেল আরোহী ঘটনাস্থলেই।স্থানীয় মানুষজনদের অভিযোগ গ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে বেশ কয়েকটি। খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল বাদশাহী সড়ক।গ্রামে বেশ কয়েকটি হাম ছিল। সেই হাম কোন কারণবশত তুলে দেয়া হয়।যার ফলে দুর্ঘটনা বেড়েছে। আজ এক যুবকের তরতাজা প্রাণ চলে গেল । অবিলম্বে হাম না করে দিলে মৃতদেহ তুলতে দেবে না গ্রামবাসী। হামের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় পুলিশকে গ্রামবাসী। যার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বাদশাই সড়কে।মৃত যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।তবে স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান মোটরসাইকেলের নাম্বারটি মুর্শিদাবাদ জেলার।

বীরভূমের তাঁতিপাঁড়া ৩০০বছরের গনেশ জননী পুজো রাজনগরের তাঁতিপাড়ায়

রাজনগর ঃ বীরভূমের রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত তাতিপাড়া মোদক সমাজের পরিচালনায় গণেশ জননী পুজো আজও মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলেছে ময়রা দের মধ্যে। আনুমানিক ৩০০ বছরের প্রাচীন এই পুজো। একসময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে মিলন মেলার রূপ নিতো তাতিপাড়া হাটতলা। যা আজ অতীত। মোদকসমাজ সূত্রে প্রকাশ এক সময় এই তাতিপাড়া হাটতলার হাটে প্রচুর গুড় আসতো জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে। সেই গুড়ের কিছুটা অংশ তোলা হিসেবে নেওয়া হতো ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে। সেই সঞ্চিত গুড় বিক্রি করে এবং কয়েক বিঘা জমির ধান বিক্রি করে গণেশ জননী পুজোর সূচনা হয়।প্রয়াত কেদার রুজ এই পুজোর সূচনা করেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই পূজোর বিশেষত্ব হচ্ছে গনেশ জননী পূজোর দিন প্রতিটি ময়রা পরিবারের খাবারের মেনুতে পুটি মাছ এবং বরবটি কলাই রাখতে হয়। বর্তমানে এই গণেশ জননী পূজোয় আগের মত আরম্বর না থাকলেও ভক্তি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে পূজিত হন ময়রাদের কুলো দেবী গণেশ জননী

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকা আহতদের পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন

বর্ধমানঃ বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হল।রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকা আহতদের পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন।পাশাপাশি দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।মন্ত্রী জানান ৩৪ জন আহতদের হাতে ৫০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়।

ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ মৃত্যু এক রোগীর

অন্ডাল. ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ মৃত্যু এক রোগীর।যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা অন্ডালের উখরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পুলিশ এসে উত্তেজিত মৃত্যুর পরিবারের হাত থেকে উদ্ধার করে নার্সিংহোমের এক কম্পাউন্ডারকে।মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আপাতত ও নার্সিংহোম কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত দিন দশেক আগে। অন্ডালের উখরার সফিকনগর এলাকার বাসিন্দা বছর ৪৫ এর মুন্নি বিবিকে জ্বরের উপসর্গ নিয়ে এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। তখনকার মতো ওষুধপত্র দিয়ে মুন্নি বিবিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফের জ্বরের উপসর্গ শুরু হয় ঐ মহিলার, পরিবারের লোকজন দিন দুয়েক আগে তাকে ফের এই নার্সিং হোমই নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। অভিযোগ এর পরেই বাঁধে বিপত্তি। একটি ইনজেকশন দেওয়া মাত্রই মুন্নি বিবির শরীরে প্রথম দানা আকারে কিছু দেখা যায়, পড়ে গোটা শরীর কালো হয়ে ঝলসে যায় বলে অভিযোগ। ঝুঁকি না নিয়ে পরিবারের লোকজন মুন্নি বিবিকে আশংকাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার রাজবাধে একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে আসে, কিন্তু আজ মুন্নি দেবী মারা যান।উত্তেজিত মৃতের পরিবার এরপর মৃতদেহ নিয়ে সোজা চলে আসেন অন্ডাল থানার উখরার ঐ নার্সিংহোমে,ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ, মৃতদেহ ফেলে রেখেই চলে বিক্ষোভ, শুরু হয় ঐ নার্সিংহোমের এক কমপাউন্ডারের সাথে ব্যাপক ধস্তাধষ্টি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উখরা ফাঁড়ির পুলিশ, উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ঐ নার্সিং হোম কর্মীদের, আটক করা হয়েছে একজনকে। গোটা ঘটনায় টানটান উত্তেজনা অন্ডালের উখরার ঐ বেসরকারি নার্সিংহোম চত্বরে।

দুর্ঘটনার কবলে সরকারি যাত্রীবাহী বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা

মালদা ঃ সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে সরকারি যাত্রীবাহী বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিগন্যাল পোষ্টে ধাক্কা, ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক যাত্রীদের মধ্যে। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের পুরাতন মালদা ব্লকের মিশনরোড ৩৪ নং জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থেকে মালদা গামী সরকারি বাসটি দ্রুতগতিতে আসছিল হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। যদিও হতাহতের কোন খবর নেই বাস যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছে। ঘটনাস্থলে খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছেছে মালদা থানার পুলিশ এবং দুর্ঘটনা গ্রস্থ সরকারি বাসটিকে উদ্ধার করা হয়।

কোচবিহার জেলায় পুনরায় শুরু হলো দুয়ারে সরকার ক্যাম্প

কোচবিহার ঃ আজ থেকে পুনরায় শুরু হলো কোচবিহার জেলায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই দোয়ার সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। আজ কুচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরে জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, জেলার প্রত্যেকটি বুথে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। গোটা জেলায় প্রায় চার হাজার সাতশ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। ২২৮৫টি মোবাইল ক্যাম্প থাকছে। যে সমস্ত জায়গায় ক্যাম্প করার মত পরিস্থিতি নেই সেই সমস্ত জায়গায় এই ক্যাম্প গুলি চলবে। আজ প্রথম দিনে ১৮৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং ১৫৯ টি মোবাইল ক্যাম্পের ও আযোজন করা হয়েছিল। আঠারোটি ডিপার্টমেন্টের মোট ৩৬ টি স্কিম রয়েছে। যেখানে সাধারণ মানুষ আবেদন করতে পারে। এছাড়াও তিনি জানান, এই ক্যাম্প গুলিতে পরিযায়ী শ্রমিক দের নাম রেজিস্টার করার সুবিধা থাকছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নাম রেজিস্টার করলে প্রশাসনের কাছে তার তথ্য থাকবে। কোথাও কোনো সমস্যা হলে প্রশাসনের পক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুবিধা হবে।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজবংশী ভূমিপুত্র জাগরণ যাত্রার আয়োজন

কোচবিহার। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজবংশী ভূমিপুত্র জাগরণ যাত্রার আযোজন করা হয় শুক্রবার। রংধামালি থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে আসেন সংগঠনের সদস্যরা। ভারতভুক্তি চুক্তির বাস্তব রূপায়ণ, রাজবংশী ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে রক্ষা করার দাবি নিয়ে এই জাগরণ যাত্রার আযোজন। এতে সামিল হয়েছেন অসংখ্য রাজবংশী ভূমিপুত্র মানুষ। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বের করা হয় এই মিছিল। রাজবংশী ভূমিপুত্রদের এই জাগরণ যাত্রায় সামিল হয়েছেন জেসিপিএ এর নেতা বংশীবদন বর্মন। এদিন বিকেলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধামালির মহারাজা মেলার মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। সেখান থেকে কালিয়াগঞ্জ, ডেঙ্গুয়াঝাড় ও গোশালা মোড় হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে এসে শেষ হয় মিছিল।

নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক জিআরপি কনস্টেবল

হাওড়া ঃ রাতের ট্রেনে মহিলা কামরায় ডিউটি করার সময় ট্রেনের মধ্যেই নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক জিআরপি কনস্টেবল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ৩০ নাগাদ পালসিট স্টেশনে হাওড়াবর্ধমান লাস্ট লোকাল ট্রেনে। মৃত কনস্টেবলের নাম শুভংকর সাধুখাঁ তিনি বর্ধমান শহরের শাখারিপুকুর এলাকায় এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।দেহ শুক্রবার ময়নাতদন্ত জন্য পাঠানো বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।ঠিক কি কারণে এই আত্মহত্যা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান জিআরপি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। যদিও এই বিষয়ে মৃত শুভঙ্কর সাধুখার মা আরতি সাধুখাঁ বলেন ছেলেকে সবসময় অত্যাচার করতো শ্বাশুড়ি ও বৌমা মিলে।বৌমা শুধু সন্দেহ করতো ছেলেকে ছেলে অন্য কারও সাথে সম্পর্ক আছে কিনা। বৌমা ও শাশুড়ির অত্যাচারে ছেলের মৃত্যু হয়েছে ।পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় মৃত শুভঙ্কর সাধুখার ৮বছরের এক সন্তান রয়েছে,তারা দুভাই,ছটো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।জিআরপি সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি বর্ধমান জিআরপি থানায় কর্তব্যরত ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তির একটি মানি পার্স উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া রিভলভারে পাঁচটি গুলি ভর্তি ছিল। একটি গুলি ট্রেনের কামরার দেওয়ালে গেঁথে যাওয়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, যে ট্রেনটি ব্যান্ডেল এর দিক থেকে বর্ধমান আসছিলেন সেই ট্রেনে ক নস্টে ব ল শুভংকর সাধুখাঁর সঙ্গে সুজিত ভৌমিক নামে আরো একজন কর্তব্যরত ছিলেন। তাদের তালান্ডু থেকে বর্ধমান ডিউটি ছিল বলে জিআরপি সূত্রে জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে রাতের শেষ ট্রেনে সুরক্ষায় থাকা প্রায় ফাঁকা কামরায় নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে এক কনস্টেবলের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে।

ছুটির দিনও চালু থাকবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের শুরুতেই মালদায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে

মালদা ঃ ছুটির দিনও চালু থাকবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের শুরুতেই মালদায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত । এরপর আবারও নতুন বছরের ২ জানুয়ারি থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়ে সেটি চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত । রাজ্য সরকারের ৩৬ টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

এদিন দুপুরে মালদার কালেক্টর ভবনে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বিষয়ক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযুষ সালুঙ্খে প্রমুখ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকের ৩৭০০ টি দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করা হবে। শুক্রবার দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরুতে এদিন মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫০টি ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। শুরুতেই মালদার বেশ কয়েকটি এলাকায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের তদারকি করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, মালদা জেলায় জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বেশি মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসেছেন । কারণ, একজন মানুষ দুইবারেরও বেশি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করেছেন । এছাড়াও আদিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে । রাজ্য সরকারের ৩৬টি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আসছেন আবেদনপত্র জমা দিতে । ছুটির দিনগুলিতেও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প খোলা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন।

জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, অষ্টম দফার দুয়ার সরকার ক্যাম্পে হার্টিকালচার বিষয়ক বিশেষ সুবিধা চাষিদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব চাষিরা বিভিন্ন ধরনের শাক , সবজির চাষ করতে আগ্রহী থাকে, তাদের জন্য পলি হাউস ও গ্রিনহাউসের মতোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাড়ায় সমাধানের ক্ষেত্রেও রাস্তা, শৌচালয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পথবাতী এরকম বিভিন্ন ধরনের স্কীমের ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে অষ্টম দফার দুয়ারের সরকার ক্যাম্পের শুরুতেই প্রচুর মানুষের আবেদন করার ক্ষেত্রে সাড়া মিলেছে।

দিল্লিতে হকের টাকা আদায়ে ধর্নায় সামিল জব কার্ড হোল্ডারদের প্রাপ্য টাকা পৌঁছল বাড়িতে

ক্যানিং ঃ কথা রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে হকের টাকা আদায়ে ধর্নায় সামিল জব কার্ড হোল্ডারদের প্রাপ্য টাকা পৌঁছল বাড়িতে। বাড়ির দুয়ারে গিয়ে এই টাকা তুলে দিয়ে এলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বৃহস্পতিবার মাতলা ১ পঞ্চায়েত এলাকায় সাংসদের পাঠানো টাকা ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেন । ক্যানিং মহকুমা এলাকার মোট ১৮ জনকে প্রথম দফায় টাকা পাঠানো হয়েছে এদিন । কেন্দ্রের সরকার বঞ্চনা করলেও সাংসদের চেষ্টায় পরিশ্রমের টাকা হাতে পেয়ে দারুণ খুশি বাপ্পা মিস্ত্রী, অন্নপূর্ণা শিকারি, স্বাতী মিস্ত্রীরা । কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শুরু লড়াই আর অভিযোগ নয় । সরাসরি জব কার্ড হোল্ডারদের বাড়ির দরজায় গিয়ে প্রাপ্য টাকা তুলে দিয়ে ভোটের আগে শাসক দলের বার্তা, শুধুই কথার কথা নয়, তৃণমূল আছে মানুষের পাশেই।

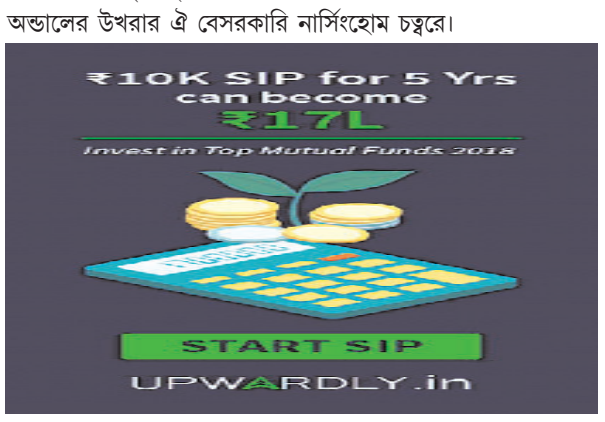

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রতিবেশী আইনজীবীর বাড়িতে ঢুকে দলবল নিয়ে হামলা ও সদ্য প্রসূতি কে মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের বিরুদ্ধে! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও

মালদাঃ তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের দাদাগিরি আর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হতেই শোরগোল মালদহ জেলা জুড়ে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ মাধ্যম। প্রতিবেশী আইনজীবীর বাড়িতে ঢুকে সদ্য প্রসূতিকে মারধর ও ভাঙচুর করার অভিযোগ।বাবার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকায় দলবল নিয়ে হামলা করার অভিযোগে নাম জড়াল মালদহের পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর ছেলে সুতিম ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে।ঘটনার প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৯ ই ডিসেম্বর রাত্রি বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী অমরেশ দত্তের ছোট ছেলে অভিষেক দত্তের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। সেই জন্মদিন অনুষ্ঠানে বড় ছেলে অর্কপ্রভ দত্ত ও তার স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়রা আসে। হঠাৎ অতর্কিতভাবে তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে সুতিম ত্রিবেদী দলবল নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয়। আর এই নিয়ে শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে বচসা।
বাড়িতে থাকা সমস্ত খাবার ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে অর্কপ্রভ দত্ত তার স্ত্রী মৌসুমী মন্ডলকে বাবার বাড়িতে রেখে আসলে, সেখানে গিয়ে রাত্রি ১ টা নাগাদ প্রথমে পেটে লাথি ও চুলের মুঠি ধরে তার স্ত্রী কে মারধর করার অভিযোগ। আরে এই গোটা ঘটনা নিয়ে মালদা থানায় দারস্থ হয়েছেন আইনজীবীর পরিবার এবং অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমেছে মালদা থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কিছুই বলতে চাননি। মৌখিকভাবে সাফাই দিয়েছেন,মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে আমার ছেলের বিরুদ্ধে। এরকম কোন ঘটনায় ঘটেনি। যদিও পাল্টা সাফাই জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি শুভময় বসুর, ঘটনাটি শুনেছি আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত এবিষয়ে দলগতভাবে আসেনি। তবে প্রশাসনিক যদি কোন অভিযোগ হয়ে থাকে। তাহলে দলের যে কোন স্তরের নেতা কর্মী যাই হোক না কেন। প্রশাসন সঠিক ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সকাল থেকেই গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতি

আলিপুরদুয়ার। সকাল থেকেই গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতি আলিপুরদুয়ার জেলার চিলাপাতা,চকোয়াখাতি এলাকায় সকাল থেকে বুনো হাতি গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের বাসিন্দারা লক্ষ্য করে বুনো হাতি গ্রামে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে ।
যদিও পরবর্তীতে বুনো হাতিটি নিজের চিলাপাতা জঙ্গলে প্রবেশ করে।

বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় পুলিশি হেনস্থার শিকার হয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক অভিযোগ আনলেন খোদ বিধায়ক

শিলিগুড়ি ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম নিয়ে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় পুলিশি হেনস্থার শিকার হয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই অভিযোগ আনলেন খোদ বিধায়ক। তিনি অভিযোগ করে বলেন সেই সময় প্রচুর পুলিশ তাকে আটকানোর জন্য এসেছিল যেখানে তিনি আগেই বলেছিলেন এটি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় এটি ব্যক্তিগত কর্মসূচি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায় এমনকি প্রচুর পুলিশ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার এবং খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন এমনটাই অভিযোগ আনেন বিধায়ক।
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠ যাতে কেবলমাত্র খেলার জন্য ব্যবহার করা হয়। তার দাবি রয়েছে বিধায়কের।

প্রায় ১০কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করে ফের সফলতা লাভ করলেন ড.এ.কে মাঝি

শিলিগুড়ি ঃ প্রায় ১০ কেজি ওজনের টিউমার সফলভাবে অপারেশন করলেন এর আরো একবার শিলিগুড়ির আশ্রম পাড়ায় অবস্থিত হসপিটালের প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা.এ.কে মাঝি। শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ার বাসিন্দা বনানী সোম নামে এক মহিলা রোগী, বয়স ৫৯ বছর। গত নভেম্বর মাসে ড.মাঝির কাছে তিনি আসেন, এরপর ড.মাঝি বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর বৃহস্পতিবার সকালে রোগীকে অপারেশন করেন ডা.মাঝি এবং প্রায় ১০কেজি ওজনের একটি টিউমার সফল অপারেশনের মাধ্যমে বের করেন। এই সফল অপারেশনের পর ডা.মাঝি জানান, রোগিনি এখন সুস্থ আছেন। ডাক্তারবাবুর এসব সফল অপারেশনে বাড়ির আপনজনেরা ভীষণ খুশি এবং তারা ড.মাঝির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

রতুয়ার পর ইংরেজবাজার শহরের শ্যামল সিং এর আরো একটি ফ্ল্যাটে সিবিআই-এর অভিযান

মালদা ঃ রতুয়ার কাহালায় প্রাক্তন সিআইসিএফ বর্তমানে কয়লা ও জমি ব্যবসায়ী শ্যামল সিং। আজ সকাল আটটা নাগাদ সিবিআই রেড পড়েছে। তবে কি কারনে এই তল্লাশি অভিযান এখনো পরিস্কারভাবে জানা যায়নি। তার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। আগামীকাল তার ভাইঝির বিয়ে। আর এরই মধ্যে সিবিআই হানা।সিবিআই আধিকারিকেরা বাড়ির ভেতরে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যদের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাড়িতে রয়েছেন শ্যামল সিং ও। তিনি দীর্ঘদিন আসানসোলে কর্মরত ছিলেন। রতুয়ার পর ইংরেজবাজার শহরে শ্যামল সিং এর আরো একটি ফ্ল্যাটে সিবিআই এর অভিযান চলছে। অবসরপ্রাপ্ত সিআইএসএফ কর্মীর মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়ার রতুয়া এলাকায় বিলাসবহুল বাড়ির পাশাপাশি ইংরেজবাজার শহরের ১ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় আরো একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। যেখানে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিবিআই এর আটজনের অফিসাররেরা অভিযান চালায়। তবে এই অভিযান চালানোর মুহূর্তে সেখানে মোতায়ন করা হয়েছিল আধা সামরিক বাহিনী। যাতে কোনরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। তবে এখনো পর্যন্ত ইংরেজবাজার শহরের অবসরপ্রাপ্ত সিআইএসএফ কর্মী শ্যামল সিং এর ফ্ল্যাটে সিবিআই অভিযান চললেও তদন্তকারী কেন্দ্রীয় এজেন্সির পদস্থ কর্তাদের কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আমের জেলায় কমলা লেবুর চাষ করে সফল হলেন যুবক। চার বছর কঠোর পরিশ্রম করে গাছে ফলন এসেছে। কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই

মালদহ ঃ এবার আমের জেলায় কমলা লেবুর চাষ করে সফল হলেন যুবক। চার বছর কঠোর পরিশ্রম করে গাছে ফলন এসেছে। কোথাও কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই, শুধুমাত্র বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমে ভিডিও দেখে গাছের পরিচর্যা করার পদ্ধতি শিখেই বাজিমাত। ব্যাপক ফলন হয়েছে কমলার। খেতেও মিষ্টি। অনান্য কমলা লেবুর মতোই টেস্ট। তাই বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এই প্রথম মালদহে বাণিজ্যিকভাবে কমলা লেবুর চাষ সফল। এতদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কিছু মানুষ সখে ছাদ বাগানে বা টবে কমলার চাষ করেছেন। জমিতে বাগান তৈরি করে নজির গড়লেন পুরাতন মালদহের গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দীপক রাজবংশী। এই বছর তাঁর বাগানে প্রায় দেড় কুইন্টাল কমলা লেবু ফলেছে। বাগানে গাছ রয়েছে মোট নয়টি। কৃষক পরিবারের ছেলে দীপক রাজবংশী। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছেন বাড়িতে গতানুগতিক চাষবাস। কিন্তু ধান গম আলু চাষে তেমন লাভ নেই। তাই ছোটবেলা থেকেই ফল চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। চার বছর আগে ভিন জেলা থেকে দশটি কমলালেবুর চারা কিনে নিয়ে আসেন। পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৃতীয় বছর থেকেই ফল ধরতে শুরু করে। কিন্তু সে সময় ফলন ভাল হয়নি। চার বছরের মাথায় সঠিক পরিচর্যা করে ফলন এসেছে ভাল। কিন্তু তার বাগানে ফলানো কমলালেবু সাইজে অনেকটাই ছোট। সাধারণ কমলার মতন সাইজের কিভাবে করা যাবে সেই নিয়ে এখন তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তবে তিনি আশাবাদী কিছু পরিচর্যা গত পরিবর্তন নিয়ে আসলেই কমলার আকার বৃদ্ধি পাবে। তবে মালদহের মাটিতেও যে কমলা লেবু বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করা যেতে পারে তার দিশা দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদহের দীপক।
এই বছর জেলার ফল বিক্রেতারা তার কাছ থেকে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে কমলা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিক্রি হচ্ছে তাই তারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এতেই কমলা চাষে নতুন আশা দেখছেন দীপক রাজবংশী। তাই এ বছর তিনি মহারাষ্ট্র থেকে আরও দশটি কমলালেবুর চারা নিয়ে এসেছেন। সে গাছগুলির ও পরিচর্যা শুরু করেছেন।

জমির আলদখলকে কেন্দ্র করে এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে

মালদাঃ জমির আলদখলকে কেন্দ্র করে এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মানিকচক থানার কালিন্দী নতুনপাড়া এলাকায়। আক্রান্ত বৃদ্ধের নাম সুকদেব মন্ডল বয়স(৬০)বছর। অভিযুক্তরা হল সুধাংশু মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো আজ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই গমের জমিতে কাজ করতে যান সুকদেব মন্ডল। পাশেই রয়েছে প্রতিবেশী সুধাংশু মন্ডল এর জমি। অভিযোগ সুকদেব মন্ডলের জমির আল দখল করছিল সুধাংশু মন্ডল। এই নিয়ে শুরু হয় দুই প্রতিবেশীর বিবাদ। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করেই সুকদেব মন্ডলকে প্রতিবেশী সুধাংশু মন্ডল ও তার পরিবারের সদস্যরা এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্র দিয়ে সারা শরীরে আঘাত করে। সুকদেব মন্ডলের চিৎকার শুনে তার পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় মানিকচক গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের সুকদেব মণ্ডল কে স্থানান্তর করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন সুকদেবমন্ডল নামে ওই বৃদ্ধ। এই বিষয়ে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

ভাটার চিমনি ভেঙ্গে মৃত ৪ গুরুতরে জখম ২৫ হাসপাতালে ভর্তি ৫,জনকে কলকাতা স্থানান্তরিত করেছে

বসিরহাট ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ধলতিথা গ্রামে একটি ইটভাটার সন্ধ্যেবেলায় ভাটার যে চিমনি থাকে সেখানে ফায়ারিং করার জন্য দক্ষ কারিগরসহ শ্রমিকরা হাজির ছিল চিমনিতে আগুন লাগাতেই হঠাৎ ভেঙে পড়ে ভাটার চিমনি সেই চিমনি চাপা পড়ে ৩০ থেকে ৩৫ জন গুরুতর জখম হয় তাদেরকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় আনলে হাসপাতালে হাফিজুল মণ্ডল বলে বছর ৩৫ এর। এক ভাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। বাকি ২,জন চিমনির তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। এখনো বেশ কয়েকজন তলায় আটকে রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বাকি শ্রমিকরা ।বসিরহাটের স্বাস্থ্য জেলায় কুড়িজনকে ভর্তি করলে তার মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কজনক হয় কলকাতা আরজিকরের স্থানান্তরিত করা হয়েছে, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবস্থা আশঙ্কাজনক ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ জেসিপি লাগিয়ে আটকে থাকা শ্রমিকদের বের করার চেষ্টা করছে এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েকজন চিপনির তলায় আটকে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে শ্রমিক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে বসিরহাট থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জেসিবি দিয়ে বাকি শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় শ্রমিক নাম রাকেশ কুমার বাড়ি উত্তর প্রদেশ

ক্ষতি পূরন ঘোষনা করলো রেল

বর্ধমানঃ বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় ক্ষতি পূরন ঘোষনা করলো রেল জানালেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ এক আধিকারিক!ইতিমধ্যে৫০হাজার টাকা করে পত্যেককে দেওয়া হয়েছে!আর মৃতদের ৫লক্ষ্য টাকা ক্ষতিপূরন দেওয়া হবে বলে রেলের তরফ থেকে বলে জানালেন পূর্ব রেলের মুখ্য আধিকারি। বর্ধমান স্টেশনে ৩নম্বর ও ৪নম্বর প্লাটফর্মে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরন ঘোষনা করলো রেল,জানালেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিক কৌশিক মিত্র।এদিকে এই ঘটনায় তরিঘরি দুর্ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান বর্ধমান দক্ষিণে বিধায়ক খোকন দাস। বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন জন আহত ৩০ জন,জানালেন পূর্ব রেলের মুখ্য সংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। আহতরা সকলেই ভর্তি আছেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।কৌশিক বাবু আরও জানান আমাদের এসেছেন মেডিকেল টিম কাজ করছেন, আমাদের এম্বুলেন্স আছে ,আমরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে কথা বলেছি।আত্মীয়স্বজনদের আমার এটাই অনুরোধ ছিলো যে অপনারা যদি কোথাও বেটার ট্রিটমেন্ট আশা করেন তাহলে করতে পারেন রেডি আছি আমরা।এখনও পর্যন্ত আমরা সবাইকে৫০হাজার টাকা করে দিয়ে দিয়েছি।আরও কিছু আমাদের রেলওয়ে প্রাইম মিনিস্টার ঘোষনা করেছেন।আমাদের রেগুলার মেন্টেনেন্স হয়।গত ২তারিখে ক্লিনিং হয়েছিলো।এটা ১৮৯০সালে এই ট্যাঙ্কটা তৈরি হয়েছিলো, দুর্ঘটনাটি হয়েছে খুবই দুঃখজনক।আমাদের রেলওয়ে মিনিষ্টার ৫লক্ষ্য টাকা ঘোষনা করেছেন জারা মৃত হয়েছে।

২৩ প্লাটফর্মে জল ট্যাংক ভেঙে যাওয়ায় যেসকল যাত্রীরা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের দেখতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ

বর্ধমান ঃ বর্ধমান রেল স্টেশনের ২-৩ প্লাটফর্মে জল ট্যাংক ভেঙে যাওয়ায় যেসকল যাত্রীরা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের দেখতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ।
মূলত বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সির সামনে ইতিমধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এর কাজ চলছে দ্রুত,পাশাপাশি বর্ধমান পুলিশ ও জেলা প্রশাসনও হাজির রীতিমতো।
এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে রাজ্যপাল বোলপুর শান্তি নিকতনের সৃজন অডিটরিয়ামে বক্তব্য রেখেছেন।

ভাটার চিমনি ভেঙ্গে মৃত ৪ গুরুতরে জখম ২৫ হাসপাতালে ভর্তি ৫,জনকে কলকাতা স্থানান্তরিত করেছে

বসিরহাট ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ধলতিথা গ্রামে একটি ইটভাটার সন্ধ্যেবেলায় ভাটার যে চিমনি থাকে সেখানে ফায়ারিং করার জন্য দক্ষ কারিগরসহ শ্রমিকরা হাজির ছিল চিমনিতে আগুন লাগাতেই হঠাৎ ভেঙে পড়ে ভাটার চিমনি সেই চিমনি চাপা পড়ে ৩০ থেকে ৩৫ জন গুরুতর জখম হয় তাদেরকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় আনলে হাসপাতালে হাফিজুল মণ্ডল বলে বছর ৩৫ এর। এক ভাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। বাকি ২,জন চিমনির তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। এখনো বেশ কয়েকজন তলায় আটকে রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বাকি শ্রমিকরা ।বসিরহাটের স্বাস্থ্য জেলায় কুড়িজনকে ভর্তি করলে তার মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কজনক হয় কলকাতা আরজিকরের স্থানান্তরিত করা হয়েছে, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবস্থা আশঙ্কাজনক ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ জেসিপি লাগিয়ে আটকে থাকা শ্রমিকদের বের করার চেষ্টা করছে এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েকজন চিপনির তলায় আটকে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে শ্রমিক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে বসিরহাট থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জেসিবি দিয়ে বাকি শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় শ্রমিক নাম রাকেশ কুমার বাড়ি উত্তর প্রদেশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পোস্টারে কালি ছিটানোর প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপির তপশিলি মোর্চার কর্মীরা

কোচবিহার ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পোস্টারে কালি ছিটানোর প্রতিবাদে আজ কোচবিহার বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপির তপশিলি মোর্চার কর্মীরা। উল্লেখ্য গত সোমবার ১১ ডিসেম্বর বিজেপির বিকশিত ভারত রথযাত্রার সূচনার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই রথযাত্রায় বাধা দেওয়া হয়। পুলিশের অনুমোদন না থাকায় রথ আটকে দেয় পুলিশ। এবং তৃণমূল কংগ্রেসকর্মীরা রথে থাকা প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে কালী ছুটিয়ে দেয়। মূলত এই ঘটনার প্রতিবাদেই আজ বিজেপির তপশিলি মোর্চার পক্ষ থেকে ঘটনার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল বের করে। সেই ধিক্কার মিছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

জীবিত কিন্তু মৃত।সৌজন্যে স্বাস্থ্য সাথী

জলপাইগুড়ি ঃ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড অনুযায়ী জীবিত মানুষ মৃত। আর এর জেরে কলকাতায় গিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা পেলেন না জলপাইগুড়ির এক বাসিন্দা।পরে ঋন ধার করে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরে ফের স্বাস্থ্য সাথী দপ্তরের দারস্থ হলেন সৌমিত্র বসাক।
জলপাইগুড়ি শহরের লক্ষন মৌলিক সরণীর বাসিন্দা বছর ৬৭ সৌমিত্র বসাক। এক ব্যবসায়ী সম্প্রতি তার হার্টের সমস্যা হয়। এরপর চিকিৎসক দেখালে এনজিওগ্রাফ করতে বলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। যেহেতু এই পরিসেবা জলপাইগুড়ি তে পাওয়া যায় না তাই তিনি মনস্থির করেন কলকাতায় গিয়ে এনজিওগ্রাফ করাবেন। এরপর তিনি বাড়িতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড খুঁজে না পেয়ে যোগাযোগ করেন জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য সাথী দপ্তরে। তাদের কথা মতো তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সেই কপি ফের জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য সাথী দপ্তরে জমা দেন। এরপর তাকে নতুন কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়। নতুন কার্ড নিয়ে সৌমিত্র বাবু চলে যান কলকাতার মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে। সেখানে তিনি তার নতুন কার্ড জমা দেন। এর কিছুক্ষন পর তাকে ডেকে নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর তার হাতে একটি জেরক্স কপি ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় স্বাস্থ্য সাথী কার্ড অনুযায়ী আপনি মৃত। তাই আপনাকে এই কার্ডের পরিসেবা দিতে পারবো না আমরা।শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তার। এরপর তিনি ঋন ধার করে এনজিওগ্রাফ করিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।এই বিষয়ে আজ তিনি ফের ওই দপ্তরের দারস্থ হয়েছেন। সৌমিত্র বসাক বলেন আমি যখন নতুন কার্ড বানাতে এলাম তখন আমার থেকে ৬০ টাকাও নেওয়া হয়। কিন্তু আমাকে কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি। নতুন কার্ড হাতে দিয়ে বলা হয় আপনি এখন বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হল এই সংস্থার স্থাপক, পিতা শ্রী ব্রহ্মা বাবার জন্ম দিবস

জলপাইগুড়ি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হল এই সংস্থার স্থাপক, পিতা শ্রী ব্রহ্মা বাবার জন্ম দিবস তার লৌকিক নাম দাদা লেখরাজ ১৮৭৮ সালে সিন্ধু প্রদেশে কৃপালনি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা এবং মুম্বাইতে তার হীরের ব্যবসা ছিল লক্ষ্মী নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তিনি।সত্যের খোঁজ ছিল তাঁর জীবনে। তাই তিনি পর পর ১২ জন গুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কোনও দেহধারী গুরু আমাদের সদগতি করতে পারেন না। তাঁর জীবনে নব আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মোচন ঘটল শঙ্খ চক্র পদ্ম গদাধারী বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।এরপর তার জীবনে আরো অনেক সাক্ষাৎকার ঘটেছে এবং তার থেকে তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঈশ্বরও আমাদের সৎগুরু পথ প্রদর্শক এবং দিব্য বুদ্ধি বিধাতা।একদিন পাঁচজন মাতাকে নিয়ে মাউন্ট আবুতে যজ্ঞের শুরু হয়েছিল তা আজ ১৪০ টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আশার কথা হল, বর্তমানে আমাদের সমাজের সবাই প্রায় এই সংস্থার কথা জানেন। সিবিএসই বোর্ডের সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পিতা শ্রী ব্রহ্মা বাবার জীবন কাহিনি।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি স্কুল, আতঙ্কের মধ্যে চলছে পড়াশোনা। চাঞ্চল্য এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ স্কুলে হাতির হানা। ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের একাধিক জিনিসপত্র। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক এর মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলগুড়ি সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার আতঙ্কের মধ্যে দিয়েই হল ফাইনাল পরীক্ষা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার মাঝরাতে বৈকন্ঠ্যপুর জঙ্গল লাগোয়া এই প্রাইমারি স্কুলে হাতির দল এই স্কুলে হানা দেয়। মূলত মিড মে মিলের চাল খাওয়ার জন্যই মাঝেমধ্যে হানা দেয় বলে জানা গেছে। গত বেশ কয়েকমাস স্কুলে হাতির হানা দেখা যায় নি। তবে আচমকাই গতকাল এই হানা দিতে দেখা গেছে। যার মধ্যে দরজা - জানালা ইলেক্ট্রিকের তার থেকে শুরু করে স্কুলের একাধিক জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বুধবার রাতে হাতির হানার পর বৃহস্পতিবার আতঙ্কগ্রস্ত মনেই পরীক্ষা দিলেন খুদেরা। আর এই মধ্যে দিয়েই নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠছে। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছে স্কুলের সীমানা প্রাচীর না থাকায় এই সমস্যা। তবে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে।

NDRF প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন

উত্তর দিনাজপুর ঃ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের উদ্যোগে ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার ইসলামপুর বিডিও অফিসের হল ঘরে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন, এনডিআরএফের টিম কমান্ডার ইন্সপেক্টর নিরাজ লিমবু সহ এনডিআরএফের অন্যান্য কর্মীরা। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন ব্লকের আপদ বন্ধু এবং বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। এই শিবিরে মূলত হার্ট এট্যাক, বন্যা এবং ভূকম্পনের সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলস বিতরণ,পূজো ও গৃহ সম্পর্ক অভিযান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ২২শে জানুয়ারি রাম মন্দিরে শ্রীরামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলস বিতরণ,পূজো ও গৃহ সম্পর্ক অভিযান করতে চলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শুক্রবার, শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। তারা জানান, আগামী ১৭ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ি কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে সকাল দশটায় আনুষ্ঠানিকভাবে রামনগরী অযোধ্যা থেকে পূজিত অক্ষত পবিত্র হলুদ চালের সঙ্গে ১৫ কুইন্টাল চাল, ১০০কেজি ঘি এবং ৫০ কেজি হলুদের মিশ্রণ করা হবে। চলতি বছরের ৮ই নভেম্বর অযোধ্যা থেকে উজিত অক্ষত পবিত্র হলুদ চাল এসে পৌঁছেছে শিলিগুড়িতে। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সেই চাল সমেত কলস সকলকে দেওয়া হবে।একইসাথে গৃহ সম্পর্ক অভিযানেরও আয়োজন করা হবে।

শশ্মান চত্বরের জঙ্গল সাফাই করলেন বেলাকোবার পন্ডিতের বাড়ি এলাকায় যুবকেরা

জলপাইগুড়ি ঃ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থা জলপাইগুড়ির বেলাকোবার কালুয়াবাড়ির শশ্মানের। জঙ্গল - লতা পাতায় ভর্তি গোটা শশান চত্বর। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থাও। শতবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে শশান চত্বরের জঙ্গল সাফাই করলেন বেলাকোবার পন্ডিতের বাড়ি এলাকায় যুবকেরা। তাদের এই কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অনেকেই। রাজগঞ্জ ব্লকের পানি কৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে কালুয়াবাড়ি এলাকায় অবস্থিত বেলাকোবার এই শশান। আশেপাশে অন্য কোনো শশান না থাকায় বেলাকোবাতো বটেই বেলাকোবা সংলগ্ন সারিয়াম কালীবাড়ি, পিপরি পাড়া, তেলিপাড়া, বুধার বাড়ির মত গ্রামের বাসিন্দারা এই শ্মশানেই শবদেহ সরকারের কাজ করতে আসেন। কিন্তু বারংবার এই শ্মশানের পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই শ্মশানটি। গোটা শশান চত্বরটি জঙ্গলে ভর্তি। রাত তো দূরের কথা দিনের বেলাতেই শ্মশানে চলাফেরা করতে সাপ পোকামাকড়ের আতঙ্ক থাকে। এছাড়াও পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং লাইটের ব্যবস্থা নেই। জেলা পরিষদের থেকে শ্মশানে আসা মানুষদের জন্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হলেও বর্তমানে নোংরায় ভর্তি। শুক্রবার তাই শ্মশান চত্বরের জঙ্গল সাফাই করলেন পন্ডিতের বাড়ি এলাকার যুবকেরা। তাদের বক্তব্য, প্রশাসনের থেকে এইসবের উপর নজর দেওয়া হয় না, তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকেই এই কাজ করতে হলো। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য তারা বার্তা দেন শশ্মান চত্বর পরিস্কার রাখার জন্য। শ্মশান কমিটির সম্পাদকের কথায় উঠে এসেছে সমস্যার কথা। আর্থিক ফান্ড না থাকায় তারাও কিছুই করতে পারছে না বলে জানিয়েছে। ভরসা তাই প্রশাসনের কাছে। এই প্রসঙ্গে পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপীয়া সরকার প্রথমে জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান তাদের। সেই সাথে বলেন, কেবল তিন মাস হল আমি প্রধান হয়েছি, শশ্মানের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ভাবনা রয়েছে যেখানে পানীয় জল, সোলার লাইট এবং রাস্তার ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে পানীয় জলের টেন্ডার হয়েছে। দ্রুত সোলার লাইটও বসিয়ে দেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

বাইডেনের ভেটোয় বিরোধীরা এককাট্টা, তবে কি যুক্তরাষ্ট্রের দিন শেষ?

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে একজন বিপ্লবী বলা যাবে না। তবে ৭৩ বছর বয়সী এই সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী যেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা উল্টে দেওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণের মিশনে নেমেছেন। গত সপ্তাহে দোহা ফোরামে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণে গুতেরেস অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম ধরে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার সিদ্ধান্তের যে কড়া সমালোচনা করেছেন তাতে বাইডেনের নাম উল্লেখ করার কোনো দরকার ছিল না। দোহার ওই অনুষ্ঠানে গুতেরেস বলেন, 'আমি নিরাপত্তা পরিষদকে মানবিক বিপর্যয় এড়াতে চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার জন্য আমার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছিলাম।' গুতেরেস সেখানে যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায়,যদি গাজায় কোনো গণহত্যা ঘটে থাকে, তাহলে তার জন্য জো বাইডেন দায়ী। অবশ্য ইতিমধ্যেই কেউ কেউ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে 'জেনোসাইড জো' (গণহত্যাকারী জো) বলা শুরু করে দিয়েছেন। গাজায়

ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ হাজার চার শ ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা ২৮ বছর আগে স্রেব্রেনিকায় গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যার দ্বিগুণ। তাই এটি মোটেও হেলাফেলার বিষয় নয়। আমি নিজে একজন আইনজীবী নই। তবে গত অক্টোবরে আন্তর্জাতিক আইন ও সংঘাত বিষয়ক আট শতাধিক বিশেষজ্ঞ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনী গণহত্যা চালাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। ওই বিশেষজ্ঞরা ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা নিয়ে জোরালো প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা ইসরায়েলি নেতাদের গণহত্যা সংঘটনের উসকানি দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা যত ভয়াবহ পরিস্থিতির পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে এখন অনেক ভয়ানক। যদি একটি আন্তর্জাতিক আদালত এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার করে এবং তার অস্থায়ী রায় নিশ্চিত করে, তাহলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিশ্চিতভাবেই গণহত্যায় মদদ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন। সেই রায় বাইডেনকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়েও ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে। এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই, চলতি সপ্তাহেই বাইডেনের তেজ পড়ে গেছে। তিনি দেরি করে হলেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধের কারণে জনসমর্থন হারানোর বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং বিলম্বে হলেও ইসরায়েলের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণকে 'নির্বিচার' বলে উল্লেখ করেছেন। 'নির্বিচার' বোমা হামলা সরাসরি একটি যুদ্ধাপরাধ। আর এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পূর্ণাঙ্গ মার্কিন সমর্থনে এবং মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেই গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা হয়েছে। দোহা ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণার রেশ এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, সেটিকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাধারণভাবে অনুগত দেশ জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, তিনি জাতিসংঘে মার্কিন ভেটোর কারণে অত্যন্ত হতাশ। সাফাদি বলেছেন, 'ইসরায়েল মনে করছে, তারা খুনখারাবি করে সহজেই পার পেতে পারে। একটি দেশ সারা পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাচ্ছে আর সারা পৃথিবী সেই একটি দেশকে থামাতে একেবারেই অক্ষম হয়ে আছে।' সাফাদি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সেই দেশ যে কিনা ইসরায়েলকে তার যাবতীয় কুকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে যাচ্ছে। দোহাতে আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই একমত, শান্তি আলোচনা পরিচালনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আমেরিকানদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যদিও আন্তর্জাতিক শান্তির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারে সে বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। তবে এ বিষয়ে চীন তার হাত খুলতে শুরু করেছে। একটি প্যানেল আলোচনায় চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রাক্তন কাউন্সেলর ড. হুইয়াও ওয়াং গাজা ইস্যুতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।

মার্কিন রাজনীতির হাওয়া ভালোই বোঝেন পুতিন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ওয়াশিংটনে গিয়েও রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে মার্কিন সামরিক সহায়তার কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পারেননি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য এখনো ইউক্রেনের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। একইভাবে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের প্রস্তাবে রিপাবলিকানরাও তাঁদের জোর অসম্মতি জারি রেখেছেন।

জুলিয়ান জেলিজার
প্রাবন্ধিক

রিপাবলিকানরা এই অর্থছাড়ের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে কঠোর নীতি প্রণয়নের একটা শর্ত জুড়ে রেখেছেন।

এই শর্ত ডেমোক্র্যাটরা দ্রুত পূরণ করবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ এক রকম অন্ধকার। যদি এই দুই দল শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যেও পৌঁছায়ও, তাহলে ধরে নিতে হবে, প্রতি দফা সহায়তা প্রস্তাব পাসে বাইডেনকে কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিরোধ ও পথ রোধের মোকাবিলা করতে হবে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন রাজনীতির হাওয়া কোন দিকে, তা খুব ভালোই বুঝতে পারেন। গত সপ্তাহের সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, ইউক্রেনের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

পুতিন বলেন, 'ইউক্রেনে যখন আমরা লক্ষ্য অর্জন করব, তখনই কেবল শান্তি আসবে।' তিনি আরও বলেন, 'অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন' এলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করা সম্ভব হবে।

পুতিন দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো মিত্রদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরার অপেক্ষায় আছেন। যদিও পুতিন কিছুটা দুর্বোধ্য, তবু কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখেই সম্ভবত তিনি বাজি ফেলেছেন।

যেমন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়, ক্যাপটল হিলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতানৈক্য এবং মার্কিনিদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা।

ভিয়েতনাম ও ইরাকের বিপর্যয়কর যুদ্ধের পর বৈদেশিক যেকোনো ইস্যুতে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব দুর্বল বলে ধরে নেওয়া হয়। এই দুই যুদ্ধের পরম্পরায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা মনে করেন, নীতি বিশেষজ্ঞরা বরাবর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ওপর পরিচালিত যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়।

একটি সামরিক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাণহানি ঘটতে পারে, এই ভাবনা গভীরভাবে সাবেক যোদ্ধাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে পীড়া দেয়। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ নানা প্রকল্পকে পাশ কাটিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এসব যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে, এ কথাও মনে করে থাকেন অনেকে। ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেবল এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই কাজ করছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না। কারণ, ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যাটোর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা শক্তভাবে জড়িত।

পুতিনের অভিযান ইউক্রেনেই থামবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

তবে ইউক্রেনকে সহায়তার পেছনে বৈধতার প্রশ্নে যত অজুহাতই খোঁজা হোক না কেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের গণ্ডির বাইরে কোথাও হস্তক্ষেপ বা সামরিক সহায়তা দিতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো জনসমর্থন লাগে।

একটা পর্যায়ে এই সমর্থন কমে আসতে পারে এবং আমার ধারণা, ইউক্রেনকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ খুব দ্রুতই কমছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি পুতিন বুঝতে পেরেছেন তা হলো, তীব্র রাজনৈতিক মতভিন্নতাকালে কোনো বিষয়ে দুই দলের ঐকমত্যে পৌঁছানোর আশা ক্ষীণ। যদিও সময়সময় দল দুটি একবিন্দুতে পৌঁছাতে পেরেছে।

কিন্তু ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া যখন ইউক্রেনে সামরিক হামলা চালাল, তার অল্প কিছুদিন পরই দুই দলের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে।

যুক্তরাষ্ট্র দেশের বাইরে যে কার্যক্রম চালায়, তাকে ক্যাপিটল হিলের অভ্যন্তরে চলা মতানৈক্যের ফল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। ইউক্রেন ইস্যুতে রিপাবলিকানদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহনশীলদের আওয়াজ কানে তুলছেন না। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরাযাঁদের বড় অংশ ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা পাঠানোর পক্ষে, তাঁরাও অনমনীয়। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, রিপাবলিকান ও রিপাবলিকানপন্থী বৃদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনগুলোর ৪৮ শতাংশ মনে করছে, তারা ইউক্রেনকে অতিরিক্ত সমর্থন দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার পুতিনকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা আগুনে ঘি ঢালার মতো। তার ওপর তিনি এও বলেছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা লাগতে পারে। তাঁর এসব উক্তি পুতিনের আত্মবিশ্বাসকে আরও জোরালো করেছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন, ইউক্রেনের দুর্বল প্রতিরোধযুদ্ধের মুখে ট্রাম্পের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। কিংবা কংগ্রেসের এই বিরোধ জিইয়ে রাখা গেলে ইউক্রেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টা আরও নাজুক হয়ে যাবে।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য দেশের বাইরে অভিযানের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আগের নীতিনির্ধারকেরা সমাজতন্ত্রের শাপশাপান্ত করে বুঝিয়ে দিতেন যে কেন তাঁদের গৃহীত নীতি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো এমন কিছু উপায় কার্যকর হতে পারে।

সর্বশেষ যুক্তি হলো, পুতিন নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মার্কিনিরা কোনো বিষয়ে খুব বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব সময় হুড়মুড়িয়ে নানা ধরনের ঘটনার খবর আসতে থাকে।

জটিল কোনো বিষয় চোখে পড়লে আমরা চোখ নামিয়ে নিই। অপেক্ষা করি নতুন একটি ভাইরাল ভিডিও আসার। মার্কিন রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা তর্কবিতর্কে লিপ্ত, তাঁরা বিষয়টা বুঝে গেছেন। তাঁরা আলোচনায় থাকতে চান এবং চেষ্টা করেন মানুষের আকর্ষণ ধরে রাখতে।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য দেশের বাইরে অভিযানের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আগের নীতিনির্ধারকেরা সমাজতন্ত্রের শাপশাপান্ত করে বুঝিয়ে দিতেন যে কেন তাঁদের গৃহীত নীতি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো এমন কিছু উপায় কার্যকর হতে পারে।

হয়তো এতটা কার্যকর হোয়াইট হাউসও নয়। কারণ হলো তথ্যের প্রাচুর্য, হোক তা অসংগতিপূর্ণ বা খণ্ডিত। দলীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলার চেষ্টা করে থাকে দর্শক যা দেখছেন, তার সবটাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ভাবাদর্শ থেকে উৎসারিত।

কিউবান মিসাইল ক্রাইসিসের সময় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সেই বক্তৃতার কথা মনে করুন, কিংবা প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান শীতল যুদ্ধের সময় তাঁর ভাষণে কী কী বলেছেন ভাবুন। তাঁদের এসব বক্তব্য কতটা তাড়িত করেছিল গোটা জাতিকে!

এখন অনলাইনে হাজার হাজার খবরের ভিড়ে এমন ধারার বক্তব্যও হারিয়ে যায়। তারপরও যদি দৈবাৎ কারও চোখে পড়ে, কিছুক্ষণ বাদেই তিনি ওই বিষয়কে পেছনে ফেলে স্ক্রল করে পরের খবরে চলে যান।

ইউক্রেনের পক্ষে সামরিক সহযোগিতার অনুমোদন নিশ্চিতে এই সব বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা পুতিনকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন। পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে মার্কিনিরা সক্ষম, এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

শুধু যে পুতিনই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুমিত্রদের আরও অনেকেরই নজর আছে এদিকে। তাঁরাও দেখতে চান যুক্তরাষ্ট্র যখন বলে তারা কোনো দেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তার অর্থ কী।

সাময়িকী

ইমরানকে ঠেকাতে অনেক আয়োজন পাকিস্তানে

আলতাফ পারভেজ
প্রাবন্ধিক

পাকিস্তানে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। কথা রয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন হবে। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে সেখানে গভীর অনিশ্চয়তাও আছে। আদৌ নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন হবে কি না, এ নিয়ে নিশ্চিত নন দেশের কেউ। তবে যাঁরা আরও দূরে দেখতে পান, তাঁরা প্রশ্ন তুলছেনএই নির্বাচন যদি হয়ও সেটি কি পাকিস্তানের সামনে থাকা সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান দিতে পারবে? যদি না পারে, তাহলে বিকল্প কী?

নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল নভেম্বরে। কিন্তু নানান অজুহাতে সেটি পিছিয়ে তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের নাগরিকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই নির্বাচনের জন্য। গত দুই দফায় জাতীয় পরিষদ পাঁচ বছর করে দুটি মেয়াদ ভালোভাবেই শেষ করেছে। মানুষ নির্বাচনী এই সংস্কৃতি থেকে অতীতের সামরিক শাসনের দিনগুলোতে আর ফেরত যেতে চাইছে না। কিন্তু নির্বাচনী সংস্কৃতির ওপর সামরিক ছায়া একদম সরে গেছে, এমনও নয়।

পাকিস্তানের রাজনীতি ইমরান খানকে কেন্দ্র করে এখন দুই ভাগ হয়ে আছে। ইমরানবিরোধী শিবির প্রথম থেকে চেষ্টা করছে নির্বাচন পেছাতে। ১২ আগস্ট বিগত জাতীয় পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। ওই দিন মেয়াদ শেষ হলে ৮ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন করতে হতো। সেটি পেছাতে মাত্র দুদিন আগে ১০ আগস্ট পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। নিয়ম রয়েছে, মেয়াদের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে '৯০ দিনের ভেতর' নির্বাচন করতে হবে।

১২ আগস্ট ভাঙা হলে ৬০ দিনের ভেতর নির্বাচন করতে হতো। তবে রাষ্ট্রে 'প্রভাবশালী মহল' চাইলে অনেক অজুহাত তৈরি করা যায়। ফলে ৯০ দিনের ভেতরও নির্ধারিত সেই নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনী 'আসন সমন্বয়ের' নামে সেটি আরও পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে আনা হয়। এখনো বহু মহল চাইছে, নির্বাচন আরও পেছানো বা একেবারেই স্থগিত করে দেওয়া হোক। এ রকম চাওয়ার কারণ কারাবন্দি ইমরান খানের জনপ্রিয়তা। গ্রেপ্তারের পর থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনতার সহানুভূতি বেড়ে যাচ্ছে।

ইমরানবিরোধীদের হিসাব হলো, এ মুহূর্তে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তাঁদের পক্ষে ভোট ইমরানের দলের চেয়ে অনেক কম পড়বে। এ রকম শঙ্কার শিকার সেনানেতৃত্বও। ফলে নির্বাচন নিয়ে 'ডিপ স্টেট' বেশ টানাপোড়েনে আছে। নির্বাচন পেছানোর বড় ধরনের কোনো অজুহাতও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নিজেদের মনোভাব আড়াল করে উচ্চ আদালতকে ব্যবহার করে পেছানোর কাজটি করার এখনো সুযোগ আছে প্রশাসনের হাতে।

বিশেষ করে টিটিপির (তেহেরিকই তালিবান পাকিস্তান) সশস্ত্র তৎপরতাকে অজুহাত হিসেবে সামনে এনে দেশের এমন কিছু এলাকায় নির্বাচন স্থগিত করা হতে পারে, যেসব জায়গায় পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিকই ইনসাফ)-এর একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ রকম তালিকায় আছে খাইবার পাখতুনখাওয়া। একই রকম অজুহাতে বালুচিস্তানেও নির্বাচন বন্ধ রাখা সম্ভব। নির্বাচন বন্ধের শঙ্কা বাড়ার আরেক কারণল অর্থ মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনকে সম্পদস্বল্পতার কথা বলে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী খরচ দিতে বিলম্ব করছে। এ ঘটনা আদালতে তুলে ধরেও নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনে ছাড় চাইতে পারে। তবে আবারও নির্বাচন পেছানো হলে বা পুরোই স্থগিত হলে জনঅসন্তোষ তৈরির শঙ্কাও আছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী মিত্ররাও চায় না পাকিস্তানে নির্বাচন বাধাপ্রাপ্ত হোক। এর মধ্যে। ইসরায়েলকে স্বীকৃতির জন্য তীব্র পশ্চিমা চাপের কথাও সমাজজীবনে গুঞ্জন হিসেবে আছে। এ সপ্তাহেই সেনাপ্রধান জেনারেল মুনীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন। তাঁর সফর সব ধরনের গুজবকে বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে। নির্বাচন হবে কি হবে না,লএই সফরের পর তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে অনেকের অনুমান। পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় ১৭৫। তবে ইমরানের দল পিটিআই ছাড়া এ মুহূর্তে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটো ঃ শরীফ বংশের মুসলিম লিগ এবং ভুট্টো বংশের পিপলস পার্টি (পিপিপি)। শেষের দুই দল নির্বাচন চাইছে। তবে তারা নীরবে এও চাইছে, নির্বাচনকালে পিটিআইকে যেন কোণঠাসা রাখা হয় অথবা 'ডিপস্টেট' যেন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে।

জানা অজানা

এই পৃথিবীতে কেউ আপন নয়,আপন করে নিতে হয়

সুনীল কুমার দে

এই সংসারে আপন বলতে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, কুটুম্ব,ছেলে মেয়ে ইত্যাদি কে বুঝে থাকি।কিন্তু এমন একটা দিন আসে ভাই ভাই আলাদা হয়ে যায়, জমি জায়গা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মারামারি কেশ মামলা এমন কি খুন পর্য্যন্ত হয়।যদি সবাই আপন জন তবে কেন এমন হবে।এমন একটা সময় আসে ছেলে ও ছেলের বৌ মা বাবা কে বোঝা মনে করে হয় আলাদা করে দেয় কিংবা বৃদ্ধা আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়।মা বাবা যদি সব থেকে আপন জন হয় তবে কেন এমন হবে।যাকে আপন ভেবে সারা জীবন ভূতের বোঝা বইলে সে অসময়ে হাত ও সাথ ছেড়ে দিলো।কিছু স্বার্থ পূর্ণ করার জন্য ও কাজ পড়লে বন্ধু হয়,কাজ ফুরালে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।যে বন্ধুত্ব সামান্য কারণে ভেঙে যায় সেটা কি বন্ধুত্ব।যে স্বামী ও স্ত্রী সারা জীবন একসাথে থাকার সংকল্প নেয় ও প্রতিজ্ঞা করে,সামান্য কারণে তাদেরও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়,সম্বন্ধ শেষ হয়।তবে কে আপন এই পৃথিবীতে।

এই পৃথিবীতে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা নেই।আমি কিছু চাই না তবু ভালোবাসি ও আপন জন মনে করি এই দৃশ্য বিরল দেখতে পাওয়া যায়।আসলে পৃথিবীতে কেউ নিজের বা আপনার নয়।সম্বন্ধের পিছনে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে তাই ভালোবাসা হারায়,ভালোবাসা শেষ হয়,আপনার হয়ে সারা জীবন কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় না।আসলে এই পৃথিবীতে কেউ আপন নয়,আপন করে নিতে হয়। আপন ভাবলেই আপন হয়।তাই মা সারদা বলেছেন, এই পৃথিবীতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।

অর্থাৎ প্রেম বা ভালোবাসা যদি কাউ কে নিঃস্বার্থ ভাবে দিতে পারা যায় থাকে সে আপন জন হয়ে যায়।যে ভালোবাসার পিছনে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে,মতলব থাকে সে ভালোবাসা বেশিদিন টিকে না।যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে আপনত্ব ভাব থাকবে কি করে।

তিনটি ধারা

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর,মা,স্বামীজি যেন আমাদের জীবনের তিনটি রস ধারা।ঠাকুর অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেব।মা অর্থাৎ সারদাদেবী।আর স্বামীজী অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ।ঠাকুর ভক্তি রস,মা করুন রস আর স্বামীজি বীর রস।ঠাকুর কে যখন ভাবি ও চিন্তা করি তখন মনে ভক্তি ভাব জেগে উঠে।ভগবান কে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।ভগবানের নাম গান ও সাধন ভজন করতে ইচ্ছে করে।মায়ের কথা যখন ভাবি তখন জীবন টা দয়া,মায়া,মমতা,ও করুণায় ভরে যায়।তখন ভালো মন্দ,পাপী ধার্মিক সকল মানুষ কে ভালো বাসতে ইচ্ছে করে।আর স্বামীজীর কথা যখন ভাবি তখন মনে তেজ,সাহস,শক্তি দেশভক্তি, সেবা,ত্যাগের ভাবনা জেগে উঠে।অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছে করে।আসলে একই শক্তির তিন রূপ।আমাদের জীবনে তাই তিনটিরই প্রয়োজন পূর্ন জীবন লাভ করার জন্য।মূল ভাবটি হলো মায়ের কথায়, যখন যেমন,তখন তেমন,যেখানে যেমন সেখানে তেমন,যাকে যেমন তাকে তেমন।এই ভাবটি ধরে থাকতে হবে।সুতরাং স্বামীজি আমাদের পথ,মা আমাদের শক্তি,ঠাকুর আমাদের লক্ষ্য।স্বামীজীর পথ ধরে,মা সারদাকে সাথে নিয়ে রামকৃষ্ণ লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে।

সারদা মা বলেছেন,,যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন সেদিন থেকে সত্য যুগ শুরু হয়ে গেছে।তিনি অবতার ও ভগবান।তিনি মানুষ কে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।তিনি মুক্তি লাভের অনেক সরল উপায় বলে দিয়ে গেছেন।তাঁকে ধরে থাকলেই হলো।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,তোরা সব বাড়া ভাতে বসে যা।অর্থাৎ তিনি আমাদের জন্য অনেক সাধন ভজন করে গেছেন,আমাদের কিছু করতে হবে না,শুধু তাঁর নাম করলেই

হবে।স্বামীজী বললেন,,, সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম কিন্তু রামকৃষ্ণের জুড়ি নেই।তিনি অবতার বরিষ্ঠ,তাঁকে বোঝার উপায় নেই,কেবল তাঁকে ধরে থাকলেই হলো,ঠিক সময়ে তিনি আমাদের পারে নিয়ে যাবেন।এখন আর কলিযুগ নেই সত্য যুগ চলছে,বেশি খাটতে হবে না,নামে রুচি ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকলেই হলো।তাই আমাদের স্বামীজীর পথে,মাকে ধরে ঠাকুরের কাছে পৌঁছাতে হবে।

পাঠকের চিঠি

দেশের সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাই শ্বাসকষ্টরোধক নেবুলাইজার

একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সমীক্ষা সংস্থা তো বটেই, খোদ একটি সরকারি সূত্রের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বার্ধক্যকালীন বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপে ফি বছর ভারতে মৃত্যু হয় মোট যত সংখ্যক মানুষের, তার একটা বড় অংশ (প্রায় ৩০ থেকে ৩৫) ঘটে থাকে ফুসফুসজনিত নানা সমস্যার কারণে। যেমন, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি বা অ্যাজমা, সিওপিডি, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি। এবং শিশু হোক বা বৃদ্ধ, এ ক্ষেত্রে মৃতদের মধ্যে সিংহভাগই হলেন মুখ্যত গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। যারা কেবল যথাসময়ে সুচিকিৎসার অভাবে বাঁচার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অকালমৃত্যুর মুখে পতিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর যাবৎ একাধিক নয়া 'এইমস্' এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে দেশব্যাপী সর্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থার সামূহিক মানোন্নয়নের উপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সমস্যা হল অন্যত্র। কেননা, এই সকল বিপুল অর্থব্যয়ী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূলত বিবিধ শহুরে জনপদ অগ্রাধিকার পাওয়ায়, দিনের শেষে তার কাঙ্ক্ষিত সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে আদতে বঞ্চিতই থাকছেন প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিকেরা। শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি সমস্যার দ্রুত উপশমার্থে 'নেবুলাইজার' নামক যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইদানীংকালে। কিন্তু এর উপলব্ধতা মূলত বড় হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়, জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনের সময় বিপাকে পড়েন মানুষজন। এই যন্ত্রের সাহায্যের তরল ওষুধের বাষ্প নাকে, মুখে দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পান রোগীরা। অর্থাৎ, হঠাৎ কোনও ব্যক্তির হাঁপানির উপসর্গ দেখা দিলে, চিকিৎসাকেন্দ্রে না পৌঁছনো পর্যন্ত তা থেকে সাময়িক নিরাময় পেতে এটি অত্যন্ত কার্যকর। এ হেন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর জনস্বার্থে দেশের প্রত্যেক রাজ্যের সমস্ত আঞ্চলিক স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এই উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

তন্ময় মান্না, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জন প্রতি ব্যক্তির উপরে ঋণের বোঝা মূলত সাহিত্যিক লেখা বিষয়, বাস্তবে সেটা হয় না বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্য সরকারের উপর ঋণের বোঝা নিয়ে অপপ্রচার শুধুমাত্র সমালোচকদের আলোচ্য বিষয় বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য সরকার একের পর এক ঋণ নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে প্রচার মাধ্যমে বহুল ভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এই বহু চর্চিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষের পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট মহল সময় সময়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে চলেছে। কিন্তু এই বিষয়টিকে কোনো ধরনের গুরুত্ব দিতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সরকার ঋণ নিচ্ছে এবং সময়মতো ফিরিয়ে দিচ্ছে। ফলে এক্ষেত্রে তার কোনো টেনশন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সরকারের নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে জন প্রতি ব্যক্তির উপরে ঋণের বোঝা মূলত সাহিত্যিক লেখা বিষয়। বাস্তবে সেটা হয় না। বাস্তবে কারো কাছে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাংকের নোটিশ যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের ময়দানে শনিবার থেকে শুরু হওয়া অষ্টম অসম আন্তর্জাতিক কৃষি - উদ্যান শস্য মেলা ২০২৩ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে সরকারের ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সরকারের ঋণ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। এক্ষেত্রে তিনি টেনশন ফ্রি রয়েছেন। কারণ সরকার ঋণ নিচ্ছে আবার সময়মতো ফিরিয়ে দিচ্ছে। এটা এক গতানুগতিক বিষয়। ফলে এক্ষেত্রে অত্যাধিক চর্চা করে লাভ নেই। তবে সরকার ঋণ নিলেও সেটার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। সরকারের ঋণের ক্ষেত্রে জন প্রতি ব্যক্তির উপরে ঋণের বোঝা মূলত সাহিত্যিক লেখা বিষয়। সাহিত্যিকরা এই বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু বাস্তবে এটা হয় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকারের ঋণের বোঝা শুধুমাত্র তার মাথায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর সেটার কোনো প্রভাব নেই। তবে কেউ যদি স্বয়ং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন সেটার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির দায় রয়েছে। কিন্তু সরকারের নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে সাধারণ জনতার কোন দায়ী নেই। সরকার ঋণের জন্য সাধারণ মানুষকে কি ব্যাংকের নোটিশ পাঠানো হয় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ঋণ যেভাবে নেওয়া হচ্ছে সেটা একইভাবে সময় মতো মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বোঝা তার মাথার উপর রয়েছে। এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা করার কিছু নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সরকারের ঋণের ক্ষেত্রে তার কোনো টেনশন নেই অথচ অন্যান্যরা এক্ষেত্রে চিন্তিত হয়ে রয়েছেন। এই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন না। এমনকি সাংবাদিকরা নেতিবাচক কথা বললে সেটার উত্তর না দিতে অনেক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে সরকারের নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের সমালোচনা করা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফেসবুকে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি লিখেছেন অসমের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে উঠেছে বলে বিগত কিছু সময় ধরে সমালোচনাকে একমাত্র সমাধান বলে গণ্য করা একটি চক্র এক্ষেত্রে ভুল ধারণা প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভুল তথ্যের মাধ্যমে অসম ঋণে ডুবে গেছে বলে অপপ্রচার চালানো পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি রাজ্যের একাংশ দৈনিক সংবাদপত্র এটা ধারণা দিতে চেষ্টা করছে যে অসম সীমা অতিক্রম করে ঋণ নিচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতির উপর বিন্দুমাত্র ধারণা থাকা যেকোনো ব্যক্তি এটা ভালো করে জানেন যে উন্নয়নের সঙ্গে ঋণের অভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপান জার্মানি অস্ট্রেলিয়ার মতন উন্নত দেশ গুলোরও ঋণ রয়েছে। তবে সেই ঋণের টাকার সৎ ব্যবহার হয়েছে কিনা, নেওয়ার ইন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সীমা অতিক্রম করেছে কিনা সেটাই মূল বিষয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা লিখেছেন রিজার্ভ ব্যাংক গত ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশ করা সর্বাধিক ঋণগ্রস্থ রাজ্যের তালিকায় কোথাও অসমের নাম নেই। সর্বাধিক ঋণ নেওয়া বিপদজনক হয়ে ওঠা রাজ্যের তালিকায় রয়েছে এই কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের শাসনে থাকা রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কেরালা, পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের মতন রাজ্য। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে অসম থেকে ছোট রাজ্য পাঞ্জাব ঋণ নিয়েছে ৩ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা, অসম থেকে ছোট রাজ্য কেরালা ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। রাজ্যের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের উপর ৫ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। একইভাবে রাজস্থানের উপরে রয়েছে পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ। অথচ এসবের বিপরীতে অসমের ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

তিনি বলেছেন ঋণ নেওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অসমও ঋণ নিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হয়ে রয়েছে অসম। ঋণ নেওয়া এবং সময়মতো ফিরিয়ে দেওয়ার রিজার্ভ ব্যাংকের সতর্কতার প্রতিটি শর্ত পূরণ কর্রা রাজ্যের তালিকায় অসম সসম্মানে রয়েছে অসম সরকার বর্তমান সময়েও ঋণ নিতে হচ্ছে কারণ পূর্বের কংগ্রেস সরকার ঋণ নিয়ে সেটা সদ্ব্যবহার করেনি। কংগ্রেস সরকার উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঋণের প্রত্যেকটি টাকা সাধারণ জনতার সেবা এবং উন্নয়নে উৎসর্গিত করেছেন। সেই দিন অতি শীঘ্র আসছে যে সময়ে উন্নয়নের এই যাত্রায় রাজ্যের ঋণের প্রয়োজনই থাকবে না। অপপ্রচার চালানোর সেটা চালাতে থাকবে। কিন্তু কোনো কারনেই সুদীর্ঘ বছরের পরে শুরু হওয়া উন্নয়নের এই অনন্য যাত্রা এই সরকার স্তব্ধ হতে দেবে না বলে 'ভারত মাতা কি জয়' উল্লেখ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

তাকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে ডিজিপি জিপি সিংহের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সঙ্গে দুটো শর্ত আরোপ করেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফা

যোরহাটের লিচু বাগানে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তের রাজ্যে এনআইএ'র একটি দল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সাহস থাকলে তাকে টার্গেট করার জন্য আলফাকে ঠিক একদিন আগে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। অবশেষে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিয়েছে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করেছে জঙ্গি সংগঠনটি। তবে এই দুটি শর্ত মানতে ডিজিপি জিপি সিংহের সাহস নেই বলেও সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে আলফা।

প্রসঙ্গত গতকালই সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন রাজ্যের ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ। উজান অসমে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কি লাভ। ফলে যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সাহস থাকলে তাকে টার্গেট করার জন্য আলফাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। ডিজিপি বলেছেন তাকে নিয়ে বিশেষ করে আলফাতে সমস্যা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে সরাসরি তাকে টার্গেট করা উচিত। তিনি মহানগরের কাহিলীপাড়ায় থাকেন। তাছাড়া তার কার্যালয় ডিজিপি অফিস উলুবাড়ি। ফলে তাকে টার্গেট করতে হলে এই দুই জায়গায় আসার জন্য আলফার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। ডিজিপি বলেন তিনি কোনদিনও বলেননি যে তার ভয় হয়। তার ভয় নেই চিন্তাও নেই। তাদের যাবতীয় ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে হলে তাকে টার্গেট করলেই হলো বলে মন্তব্য করেছিলেন জিপি সিংহ।

অবশেষে এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফা বলেছে ডিজিপি জিপি সিংহের চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত মানতে হবে। এক হলো ডিজিপি তার গাড়িচালক সহ তার নিরাপত্তায় নিযোজিত স্থানীয় থলগিরি সুরক্ষা কর্মীদের পরিবর্তে সিআরপিএফ কিংবা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দায়িত্ব দিতে হবে। তবে এরমধ্যেও স্থানীয় থলগিরি যুবক যুবতীরা যাতে তার সুরক্ষা ব্যবস্থা দায়িত্বে না থাকেন। দ্বিতীয় শর্ত হলো শুধুমাত্র এক সপ্তাহের জন্য ডিজিপি জিপি সিংহকে গুয়াহাটি মহানগরে খোলাখুলি ভাবে টহল দিতে হবে। ফলে এই দুটি শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য ডিজিপিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আলফা।

প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ থাকা অনুযায়ী আলফা বলেছে এক দশক আগে এই সংগঠন অসম পুলিশের স্থানীয় থলগিরি অফিসার এবং জওয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর কারণ বিগত সময়ে ডিব্রুগড়ের পুলিশ সুপার দৌলত সিংহ নেগি এবং তিনসুকিয়া পুলিশ সুপার আরকে সিংহের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার সময় আলফার হাতে ভাতৃসদৃশ্য বেশ কয়েকজন স্থানীয় থলগিরি পুলিশ অফিসার এবং জওয়ানদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এবার ডিজিপি জিপি সিংহ পুনরায় সেই ভাতৃঘাতী সংঘর্ষের রূপ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আলফা। এর ফলেই ডিজিপিকে এই ধরনের মনোভাব থেকে বিরত থেকে উক্ত শর্ত গ্রহণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। তবে এই দুটি শর্ত মানতে ডিজিপি জিপি সিংহের সাহস নেই। কিন্তু স্বাধীনতা ফুকন এর মতন নিরস্ত্র যুবককে রাতে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শীতল মস্তিষ্কে হত্যা করার ক্ষেত্রে ডিজিপির সাহস রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে আলফা।

উল্লেখ্য ডিজিপি জিপি সিংহ জানিয়েছিলেন উজান অসমের বিস্ফোরণ ঘটনা খতিয়ে দেখতে শীঘ্র রাজ্যে আসছে এনআইএ এর একটি দল। অবশেষে ডিজিপির ঘোষণা অনুযায়ী যোরহাটের লিচু বাগানে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তের উদ্দেশ্যে এদিন রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে এনআইএ এর একটি দল। তদন্তকারী সংস্থাটি যোরহাটের লিচু বাগানে গ্রেনেড বিস্ফোরণের স্থানে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ এলাকা তন্ন তন্ন করে তল্লাশির মাধ্যমে এভিডেন্স সংগ্রহ করেছে। তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এর এই প্রক্রিয়াতে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অসম পুলিশ। সেনাবাহিনী এবং পুলিশের শীর্ষ কর্তারা এদিন এনআইএ এর তদন্তকারী দলটির সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গোরাই তেলী পরিবার সমিতির বনভোজ সহ মিলন সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল

সভা অনুষ্ঠানে কুসংস্কার দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ গোরাই তেলি পরিবার সমিতির সভা কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি সঞ্জয় গোরাইয়ের সভাপতিত্বে চান্ডিল বাঁধ রিসোর্টে মিলন সমারোহ সহ বনভোজ অনুষ্ঠিত হয়। গোরাই সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বনভোজন উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে বিস্কুট প্রতিযোগিতা এবং মহিলাদের মধ্যে জাদু চেয়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে গোরাই সমাজের পক্ষ থেকে বিজয়ী ও রানার আপকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের আঃদোলনকারী ভুট্টো গোরাই বলেন, সমাজের মানুষের মধ্যে কুসংস্কার বিরাজ করছে, যা দূর না করলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সমাজের মানুষকে সচেতন হতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে হবে। এ উপলক্ষে ডাঃ ইন্দ্রজিৎ গোরাই বলেন, কোনো কাজে ভারসাম্যহীনতার কারণে কাজ সফল হতে পারে না। একইভাবে শুধু ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে সমাজের উন্নতি হবে না, মেয়েদেরকেও ছেলেদের সমান উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সমাজে নারী পুরুষের ভারসাম্য সৃষ্টি হবে এবং সমাজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, কম সম্পদ ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করে তারা এগিয়ে গেছে। তবে বর্তমানে সমাজের অধিকাংশ সদস্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। এমতাবস্থায় আমাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে কোনো সমস্যা হবে না। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোরাই তেলী পরিবার সমিতির সভাপতি সঞ্জয় গোরাই, আহ্বায়ক দীনেশ গোরাই, রূপেশ গোরাই, ডা ইন্দ্রজিৎ গোরাই, ঝাড়খণ্ডের আঃদোলনকারী ভট্টো গোরাই, সুকুমার গোরাই, লক্ষীচরণ গোরাই, ডাঃ অরুণ চন্দ্র গোরাই, ডাঃ চন্দ্রমোহন গোরাই, লখিকান্ত গোরাই, ডা. মঞ্জু গোরাই, সনাতন গোরাই, সুনীল গোরাই, আনন্দ গোরাই, দিগ্বিজয় গোরাই, ফুলচাঁদ গোরাই, মনোজ গোরাই, জগদীশ গোরাই, কৃষ্ণ গোরাই, বনমালী গোরাই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

একনায়কত্ব বা গণতন্ত্র, ইউরোপের ভবিষ্যৎ কোন পথে

প্যারিস (মোথি গার্টন অ্যাশ) ঃ ইউরোপীয় কাউন্সিলে এখন উদারবাদ ও জনতুষ্টিবাদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সামনের বছরগুলো কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে যুদ্ধের জয়পরাজয়ের ওপর। চলতি বছর ইউরোপের ২০টি দেশ ভ্রমণের সুযোগে আমি দুই ধরনের ইউরোপ দেখেছি। এ মহাদেশের বড় অংশ এখনো ইউরোপ। বিদ্যুৎগতির ট্রেনে চেপে আপনি একটির পর একটি সীমান্ত পেরিয়ে যাবেন, খেয়ালও করবেন না। এসব দেশ মূলত উদার গণতান্ত্রিক দেশ, যারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করে নিয়েছে। কিন্তু একটা পুরোনো ধীরগতির ট্রেনে চেপে পূর্ব দিকের দেশগুলোর উদ্দেশে কয়েক ঘণ্টার একটা ভ্রমণ করুন। বোমা হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয়শিবিরে জায়গা নেওয়া মানুষের দেখা পাবেন। সেখানে মারাত্মক আহত সৈন্যদের কাছ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গল্প শুনতে পাবেন। আমি আমার ফোনে 'এয়ার অ্যালার্ম ইউক্রেন' অ্যাপ রেখেছি। প্রতিদিন এই অ্যাপে যখন ইউক্রেনে বোমা হামলার সংকেত বেজে ওঠে, তখন তা আমাকে অন্য ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের রাজনীতিতে পরস্পরবিরোধী নানা উপাদান আছে। এদের কোনো কোনোটি সম্পর্কযুক্ত, আবার কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় অনেক দেশের সরকার আছে যেগুলো কেন্দ্রবাম বা কেন্দ্রডানপন্থী। কখনো কখনো সরকারগুলো আবার বিপরীত ধ্যানধারণার দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। কিন্তু তারপরও তারা সবাই চায় উদারবাদী গণতন্ত্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যকর থাকুক। এই তো সেদিন পোল্যান্ডে আমরা ডোনাল্ড টাস্কের নেতৃত্বে এমন একটি সরকারকে দায়িত্ব নিতে দেখলাম। উদারবাদী গণতন্ত্রকে ধ্বংসকারী একটি জনতুষ্টিবাদের সরকারকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা। অন্যদিকে, অতি ডানপন্থী জনতুষ্টি ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। গত বছর জর্জিয়া মেলোনির উত্থান ঘটেছে ইতালিতে, আঞ্চলিক নির্বাচনগুলোয় ভালো ফল করেছে জার্মানির অলটারনেটিভ ফর ডয়েচেল্যান্ড (এএফডি), নেদারল্যান্ডে জিতেছেন খেয়ার্ট ভিল্ডার্স। হাঙ্গেরীয় নেতা ভিক্টর ওরবান এখন আগের চেয়ে বেশি আগ্রাসী। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে সব সুযোগসুবিধা নিয়ে ইইউর স্বার্থ ও মূল্যবোধবিরোধী কাজ করে চলেছেন। (ব্রেক্সিটাররা অন্তত যে ক্লাবকে ঘৃণা করে, সে ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো সততা দেখিয়েছে) এই দুই ইউরোপ ইইউ সম্মেলনে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে ইউরোপ কি যুদ্ধের দিকে এগোবে, নাকি শান্তির দিকে, তারা কি একনায়কতন্ত্রের পক্ষে থাকবে, নাকি গণতন্ত্রের পক্ষে? তারা কি বিচ্ছিন্নতা চায়, নাকি ঐক্য। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের সামগ্রিক অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে প্রাচীরপরবর্তী যুগের সমাপ্তি ঘটে। এই পর্বের সূচনা হয়েছিল ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়ে। এখন আমরা যে সময়কাল অতিক্রম করছি, তার কোনো নাম বা চরিত্র আমরা এখনো জানি না। রাজনীতিতে অন্য যেকোনো সম্পর্কের মতো সূচনাটা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের পরবর্তী কয়েক বছরে ইউরোপ কীভাবে পরিচালিত হবে, তার একটি মানদণ্ড ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এই মানদণ্ড কয়েক দশক অক্ষুণ্নও ছিল, ঠিক যেমনটি আমরা দেখলাম ১৯৮৯ সালের পর থেকে কয়েক দশক অবধি। বিচক্ষণ ইউরোপীয় নেতারা এ কথা জানেন। হাজারো রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনগুলো এসব নিয়ে ওয়েবিনারে কথা বলছে। জার্মানি ও ডেনমার্কের মতো দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা পাল্টে গেছে। ন্যাটো থেকে নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রাখার মনোভাব থেকে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন সরে গেছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্ট নয়। এ বছরের শুরুতে গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ১৯৪৫ সালের পর ইউরোপে সবচেয়ে বড় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'টুয়েন্টিটুআরস' নামে কোনো নতুন ইউরোপীয় প্রজন্ম তৈরি হবে কি না, যারা উন্নততর ইউরোপ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে?

এরপর এ মহাদেশের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই আমি এই প্রশ্ন করেছি। যে জবাব এসেছে, তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক না। এমনকি চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়াতেও মানুষ মাথা নেড়ে বলেছেন, তাঁরা এমন কিছুর সম্ভাবনা দেখছেন না। আরও পশ্চিমের দেশগুলো যেমন ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল অথবা আয়ারল্যান্ডে এই জবাব সুদৃঢ় 'না'। এর পেছনে একটা কারণ হলো, ১৯৪৫ সালের পর ইউরোপীয় ব্যবস্থার ব্যাপকতা, যা ১৯৮৯ সালের পর আরও ব্যাপক ও গভীর হয়। ন্যাটো ও ইইউভুক্ত দেশগুলো এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে যুদ্ধ তাদের সদর দরজায় এসে পৌঁছতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে সমস্যার পাহাড়, মূল্যস্ফীতির কারণে কল্যাণরাষ্ট্রগুলোয় প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াইএসব কারণে দেশগুলো আমাদের চারপাশের বিকট চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে চাইছে না। হোক তা পূর্ব দিকে চলমান যুদ্ধ, দক্ষিণে অভিবাসনের চাপ, উত্তরের বরফ গলা থেকে শুরু করে পশ্চিমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান। তাদের রাজনীতিকেরাও এ নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চান না, পাছে নির্বাচনী জয় হাতছাড়া হয়ে যায়! এই দুই ইউরোপের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই বড়দিনের আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিছু সমস্যার সমাধান করতে চায়। এ সপ্তাহের ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে ইইউ নেতাদের উচিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা, দেশটিকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া (বিশেষ করে, যখন ওয়াশিংটন বিপদে পড়েছে)। কিন্তু ওরবান এ সবকিছুতেই ভেটো দিয়ে বসবেন। তাদের ইসরায়েলহামাস যুদ্ধ নিয়েও আলোচনায় বসতে হবে। এই ইস্যুতেও ইইউ দ্বিধাবিভক্ত এবং এখন পর্যন্ত অকার্যকর। যদিও এই দ্বন্দ্ব আমাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ককে হুমকিতে ফেলেছে। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলে আমাদের সাড়ে সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষানীতিও জোরদার করা প্রয়োজন। এই দুই ইউরোপের মধ্যে আসলে কোনটি টিকে থকবে? বছরজুড়ে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি আমি। কারণ, ঐতিহাসিকদের তো নিশ্চয়ই এসব খবর জানার কথা। কিন্তু আসলে এর জবাব অপরিহার্যভাবে শুধু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে, এমন নয়। পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের ওপর। নিবন্ধটি গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ও ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ। টিমোথি গার্টন অ্যাশ গার্ডিয়ানের কলাম লেখক। তাঁর সর্বসাম্প্রতিক বই হোমল্যান্ডস ঃ আ পারসোনাল হিস্ট্রি অব ইউরোপ ইউরোপের ২০টি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বনিম্ন রানে থামিয়ে ভারত জিতল ২০০ বল হাতে রেখে

জোহানেসবার্গ ঃ ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সব সময়ই বিপজ্জনক দল। গোলাপি দিনের ক্রিকেটে সেটা যেন আরও বেশি। ব্রেস্ট ক্যানসারের সচেতনতায় এক দশক ধরে 'পিংক ডে' ওয়ানডে আয়োজন করে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে প্রথম ১১ ম্যাচের ৯টিতেই জিতেছে স্বাগতিকেরা। তবে নতুন মৌসুমের প্রথম 'পিংক ডে' ক্রিকেটে উল্টো দক্ষিণ আফ্রিকাকেই ভুগিয়েছে ভারত। অর্শদীপ সিং ও আবেশ খানের বোলিং তোপে মাত্র ১১৬ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। যা ভারত টপকে যায় ৮ উইকেট আর ২০০ বল হাতে রেখে।

বলের দিক থেকে এটি ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বড় হার।

জোহানেসবার্গের ম্যাচটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্বস্তিকর রেকর্ডের মুখোমুখি হয়েছে দিনের প্রথম অংশেই। আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫২ রানে ৬ উইকেট হারায় তারা। যা দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে কম রানে ৬ উইকেট হারানোর ঘটনা।

পরে আন্দিলে ফিকোয়াওয়ের চেষ্টায় দলগত রান তিন অঙ্কে গেলেও থেমে যেতে হয় ১১৬ রানে। ঘরের মাঠে যে কোনো দলের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন সংগ্রহ এটি। আগেরটি ছিল ২০১৮ সালে ভারতেরই বিপক্ষে ১১৮ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের সর্বনিম্ন রানে অলআউট করে দেওয়ার পথে মুল ভূমিকা দুই ভারতীয় পেসার অর্শদীপ ও আবেশের। এর আগে তিনটি ওয়ানডেতে কোনো উইকেট না পাওয়া অর্শদীপ এই ম্যাচে তুলে নেন ৩৭ রানে ৫ উইকেট। ৮ ওভার বল করে ৩ মেডেনসহ ২৭ রানে ৪ উইকেট আবেশের।

রান তাড়ায় নেমে চতুর্থ ওভারেই মাল্ডারের বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে হারায় ভারত। তবে অভিষিক্ত সাই সুদর্শনকে নিয়ে পাল্টা প্রোটিয়া বোলারদের ওপরই চাপ তৈরি করেন শ্রেয়াস আইয়ার।

দুজনের ৭৩ বলে ৮৮ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি থামে ফিকোয়াওয়ের বলে আইয়ারের আউটে। যাওয়ার আগে ৪৫ বলে ৫২ রান করে যান আইয়ার। সুদর্শন মাঠ ছাড়েন ৪৩ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে। ১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে তিলক ভার্মা ভারতের জয়ের রান তুলে নিলে ২০০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১৫ বল আগে হেরেছিল তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২৭.৩ ওভারে ১১৬ (ফিকোয়াও ৩৩, জর্জি ২৮, মার্করাম ১২ অর্শদীপ ৫/৩৭, আবেশ ৪/২৭)।

ভারত ঃ ১৬.৪ ওভারে ১১৭২ (সুদর্শন ৫৫, আইয়ার ৫২ ফিকোয়াও ১/১৫, মাল্ডার ১/২৬)।

ফল ঃভারত ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা ঃ অর্শদীপ সিং।

'মজা করে'ই এমন ব্যাটিং ইয়াংদের

ঢাকা ঃ শরীফুল ইসলামের করা ইনিংসের প্রথম বলটাকে ফ্লিক করে মিডউইকেট দিয়ে সীমানাছাড়া করেই শুরু করেছিলেন উইল ইয়াং। নিউজিল্যান্ড ওপেনার পরের বলে নিলেন ১ রান। এরপর ননস্ট্রাইকিং প্রান্তে দাঁড়িয়ে ৪ বলের মধ্যে দুই সতীর্থের আউট হওয়ার সাক্ষী হলেন ইয়াং। এমন বাজে সূচনার পরও ডানেডিনে আজ বৃষ্টিবিঘ্নিত ৩০ ওভারের ম্যাচটিতে নিউজিল্যান্ড ২৩৯ রান করে ইয়াংয়ের দারুণ এক শতকে। শুধু ব্যাটিং করেই থামেননি ৩১ বছর বয়সী ক্রিকেটার, পরে ফিল্ডিংয়ে বাউন্ডারির সামনে অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ নিয়ে ফিরিয়েছেন শরীফুলকে। ডানেডিনে আজ শেষবার যখন বৃষ্টিতে খেলা থামে, ইয়াং অপরাজিত ৪১ রানে। আবার যখন খেলা শুরু হয়, ম্যাচ হয়ে গেছে ৩০ ওভারের। সেখান থেকেই চোখের পলকে সেঞ্চুরি পেয়ে যান ইয়াং।

৪৪ রানে ম্যাচ জয়ের পর টিভিএনজেডকে ইয়াং বলেছেন কীভাবে পেয়েছেন ক্যারিয়ারের তৃতীয় শতকটি, 'শুরুর দিকে উইকেট যখন একটু কঠিন ছিল, টমি (ল্যাথাম) ও আমি ভিত্তি গড়ার কাজ করলাম। বৃষ্টিবিরতির পর জানলাম আমাদের হাতে ১০ ওভারের মতো আছে। তাই ভাবলাম, যাই, উইকেটে গিয়ে একটু মজা করে আসি।'

মজা ভালোই টের পেয়েছেন বাংলাদেশের বোলাররা। শেষ ৬৪ বলে ১৩১ রান তুলেছেন ইয়াংরা। এর প্রায় অর্ধেকই (৬৪ রান) ইয়াংয়ের।

বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশের বোলিং পরিকল্পনা যে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেটিও বলতে ভোলেননি ইয়াং, 'আমরা কিছুটা সৌভাগ্যবানও। বাংলাদেশ তো তাদের বেশির ভাগ ফ্রন্টলাইন বোলারদের ব্যবহার করে ফেলেছিল। তাই বিরতির পর যখন আবার খেলা শুরু হলো, ওদের কয়েকটা ওভার সমন্বয় করতে হয়েছে। আমাদের জন্য ব্যাপারটা এমন ছিল স্ট্রাইকে যেই থাকি না কেন, চেষ্টা করব ছক্কা মারতে।' ছক্কা কম মারেননি ইয়াংরা। কিউই ওপেনার মেরেছেন চারটি, ল্যাথাম তিনটি ও চ্যাপম্যান দুটি। শেষের দিকে ঝড় তুললেও শুরুটা যে ভালো ছিল না, সেটি ভোলেননি ইয়াং।

প্রথম ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর কীভাবে ঘুরে দাঁড়াল নিউজিল্যান্ড, সেটিও বলেছেন ইয়াং, 'শুরুতে কাজটা কঠিনই ছিল। প্রথম ওভারে ২ উইকেট হারানোটা স্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমি ও টমি উইকেটে একটু পড়ে থাকতে চাইলাম। তখন বল এদিকওদিক সুইং করছিল। উঠেও আসছিল একআধটু। তবে মনে হচ্ছিল, স্পিন খেলাটা তুলনামূলক সহজ হবে। আমরা জানতাম ওরা স্পিন করবেই। আমরা লক্ষ্য বানাই সেটিকেই।'

ইউনাইটেডকে আবারও ৭-০ গোলে হারাতে চান এই লিভারপুল ফরোয়ার্ড

প্যারিস ঃ ইংলিশ ফুটবলে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ মানেই যেন আগুনে লড়াইয়ের অপেক্ষা। দুই দলের দ্বৈরথের ইতিহাসটাও বেশ পুরোনো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে সেই উত্তাপের দেখা মেলে সামান্য। বিশেষ করে ম্যাচটা যদি হয় অ্যানফিল্ডে, তবে লিভারপুলের দাপটই যেন শেষ কথা। ইয়ুর্গেন ক্লপের অধীনে ২০১৬ সালের জানুয়ারির পর আটবার অ্যানফিল্ডে গিয়ে একটি ম্যাচও জিততে পারেনি ইউনাইটেড। এমনকি এই আট ম্যাচের সাতটিতে কোনো গোলও করতে পারেনি 'রেড ডেভিল'রা। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে যে ম্যাচটিতে ইউনাইটেড গোল করেছিল, সেটিতে তারা শেষ পর্যন্ত হেরেছিল ৩-১ গোলে। আর অ্যানফিল্ডে সর্বশেষ ম্যাচটির কথা তো সবার আগেই ভুলে যেতে চাইবে ইউনাইটেড সমর্থকেরা। যে ম্যাচে লিভারপুলে মাঠে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছিল ইউনাইটেড। সেই ম্যাচের পর আজ প্রিমিয়ার লিগে ফের অ্যানফিল্ডের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই দল। ভুলে যেতে চাইলেও বারবার সামনে আসছে সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ। এমনকি লিভারপুল ফরোয়ার্ড কোডি গাকপো তো আবার উড়িয়ে দিতে চান ইউনাইটেডকে। লিভারপুল ৭-০ গোলের রাতে গাকপো নিজেই করেছিলেন জোড়া গোল। এমনকি ম্যাচে গোলের খাতাও খুলেছিলেন এই ডাচ তারকা। সেদিনের স্মৃতি মনে করে গাকপো বলেছেন, 'ম্যাচটা দারুণ ছিল। আমরা জানতাম যে আমাদের জিততেই হবে এবং প্রথমার্ধে দুই দলই ভালো খেলেছিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দারুণভাবে আধিপত্য বিস্তার করে খেললাম এবং অনেকগুলো গোল করলাম। আমি বিরতির আগে গোল করলাম। আর দ্বিতীয়ার্ধের দুই মিনিটের মাথায় গোল করল ডারউইন (নুনিয়েজ)। এর দুই মিনিট পর আবার আমি তৃতীয় গোল করলাম। প্রথমার্ধের পর এত দ্রুত গোল করা এবং ম্যাচ শেষ করে দেওয়া আমাদের পক্ষে ভালো ছিল। এটা দারুণ ছিল।'

আবারও সেই স্মৃতি ফেরাতে চান জানিয়ে গাকপো আরও বলেছেন, 'একটা পর্যায়ে আমরা গোলসংখ্যার দিকে তাকানো বন্ধ করে দিলাম। আমরা আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের সেরাটা দেখাতে চাচ্ছিলাম শুধু। আমার মনে হয়, সেই ম্যাচটা আমাদের সবার জন্য দারুণ ছিল। আশা করি, আমরা সেটার পুনরাবৃত্তি করতে পারব।'

লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ অবশ্য তেমনটা ভাবেন না। এমনকি সেই ম্যাচে এত বড় ব্যবধানে জেতাটা অস্বাভাবিক ছিল বলেও মন্তব্য করেছেন এ জার্মান কোচ, 'আমরা জানি যে সেদিনের ৭-০ ফলটা ছিল অস্বাভাবিক, এমন কিছু জীবনে একবারই ঘটে। পরের ম্যাচে এটা যদি কাউকে সাহায্য করে তবে সেটা ৭-০ গোলে যারা হেরেছে তাদের করবে। যারা ৭-০ গোলে জিতেছে, তাদের করবে না।' এ সময় ইউনাইটেডের কোথায় ভুল হচ্ছে, জানতে চাইলে ক্লপ বলেছেন, 'আমি ইউনাইটেডকে ভালোভাবে অনুসরণ করিনি, তাই আমি জানি না আসলে সমস্যা কোথায়। কিন্তু আমি দেখেছি টেন হাগ গত মাসে মাসসেরা কোচ হয়েছে এবং ফলের দিক থেকে গত মাসে তারা ছন্দে থাকা দল ছিল। তাহলে সবকিছু ভুল কীভাবে হয়? আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এক টুকরো 'বাংলাদেশে'র সন্ধানে

বান্দিপোরা (শুভজ্যোতি ঘোষ)ঃ বেশ কয়েক বছর আগে এই তথ্যটা আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন আজমত হোসেইন, যে কাশ্মীরি যুবক ছিলেন হুরিয়ত কনফারেন্সের প্রয়াত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির সর্বক্ষণের সঙ্গী আর ঘনিষ্ঠ অনুচর। বাংলাদেশ নিয়ে খবরাখবর করি শুনে তিনি বলেছিলেন, জানেন কি, আমাদের কাশ্মীরেও আছে বাংলাদেশ নামে আস্ত একটা গ্রাম?

শুধু তাই নয়, আরও জেনেছিলাম এই 'বাংলাদেশ' নামে গ্রামটা নাকি গিলানি সাহেবের জন্মস্থান জুরিমাঞ্জএর ঠিক পাশেই! পরে গুগল ম্যাপেও খুঁজে বের করি সেই বাংলাদেশ, তবে বিশদে খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নানা ব্যস্ততায় সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। মাসকয়েক আগে কাশ্মীরেরই একটা খবরের কাগজে চোখে পড়ে, সেই 'বাংলাদেশ' গ্রামের লোকেশনে উলার লেকের ধারেই শুরু হয়েছে বিগ বাজেট একটি দক্ষিণী ছবির শ্যুটিং। এমন কী, বলিউড ছবিরও সেট পড়েছে 'বাংলাদেশে' - এমনটাও জানানো হয়েছিল।

বুঝতে পারি, কাশ্মীরের 'বাংলাদেশ' ইদানীং ধীরে ধীরে পরিচিতি পাচ্ছে, ওই এলাকার অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের টানে দেশিবিদেশি পর্যটকরাও আসতে শুরু করেছেন দলে দলে।

তখনই স্থির করে ফেলি, কীভাবে এই 'বাংলাদেশ' নামকরণ হল, সেটা জানতে একবার যেতেই হবে ওই গ্রামে। অবশেষে দীর্ঘদিনের লালিত সেই স্বপ্নটা পূর্ণ হল এ মাসের গোড়ায়।

শ্রীনগর শহর থেকে এমনিতে ওই জায়গাটার দূরত্ব আশি কিলোমিটার। তবে নানা কারণে সোপোরবান্দিপোরা রোড হামেশাই বন্ধ থাকে বলে প্রায়শই পুরো উলার লেক পরিক্রমা করে পৌঁছতে হয় সেই গ্রামে - রাজধানী থেকে পাড়ি দিতে হয় অন্তত সোয়াশো কিলোমিটার রাস্তা।

তবে বিস্তর মেহনত করে একবার 'বাংলাদেশে' পৌঁছলে বোঝা যায়, কেন গ্রামটি বাইরের দুনিয়ার কাছে এভাবে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

গ্রীষ্মের পিক সিজনে তো বটেই, ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডাতেও সেখানে এখন পর্যটকদের ঢল ও ট্রেকারদের তাঁবু।

প্রচলিত আছে, মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরই না কি কাশ্মীর নিয়ে একদা বলেছিলেন ঃ

আগর ফিরদৌস বার রুয়ে জমিন অস্ত
হামিন অস্ত ও হামিন অস্ত ও হামিন অস্ত!

বাংলায় এই অমর পংক্তির অনুবাদ করা যেতে পারে, 'এই পৃথিবীর বুকে কোথাও যদি স্বর্গ থেকে থাকে তাহলে তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই!'

এখন এই লাইনগুলো আসলে কবি আমীর খসরুর লেখা, না কি অন্য কারও - তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিন্তু এই 'জন্নতইজাহান' বা 'ভূস্বর্গ' খেতাবের সবচেয়ে বড় দাবিদার যে কাশ্মীর - তা নিয়ে বোধহয় বিন্দুমাত্র বিতর্ক নেই!

আর সেই ভূস্বর্গের বুকে আজ বাহান্ন বছর ধরে এক টুকরো 'বাংলাদেশ'ও যে বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে এবং ক্রমশ বিখ্যাত হচ্ছে, এ খবরও রীতিমতো রোমাঞ্চ জাগায় বই কী!

যেভাবে এই নামকরণ

ডিসেম্বরের এক হিমেল সকালে যখন বান্দিপোরা জেলার এই বাংলাদেশ গ্রামে পৌঁছলাম, তখন মুষলধার বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে জনপদ। উলার লেক থেকে আসা ঠান্ডা হওয়ায় হাতপা অবশ হওয়ার উপক্রম।

উলারের অন্য পারে মাউন্ট হরমুখের তুষারধবল চূড়া কুয়াশাতে আবছায়া। আর লেকের বুকে রাজহাঁসের ঝাঁক আর সাইবেরিয়া থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের উদ্দাম দাপাদাপি।

বাংলাদেশ গ্রামের কূলে কয়েকটা নৌকা ওই তুমুল বৃষ্টিতেও মাছ ধরতে ব্যস্ত। আর পর্যটকদের জন্য চালু হওয়া শিকারাগুলো লেকের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ইতিউতি।

গ্রামবাসীদের দেখা মিলল দুপুরের ঠিক আগে আগে, যখন জোহরের নামাজের ঠিক আগে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় মসজিদের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন। কীভাবে তাদের গ্রামের নাম 'বাংলাদেশ' হল, সেই প্রশ্নের জবাবে নবীন যুবক নিসার আহমেদ দার কিংবা প্রবীণ পঞ্চায়েত সদস্য গুলাম আহমাদের কাছে মোটামুটি একই রকম বিবরণ পেলাম।

আসলে পাশের জুরিমাঞ্জ গ্রামে (যেটা আবার সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জন্মস্থান, তার বাবা ছিলেন ব্রিটিশ আমলে খাল খনন বিভাগের একজন ভূমিহীন শ্রমিক) '৭১ সালের শীতে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ড হয়েছিল।

সেই আগুনে প্রায় পুরো গ্রামটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামের এক পাশে উলার লেকের কোল ঘেঁষে অনেকটা ফাঁকা জমি ছিল, তখন সেখানেই সর্বস্বহারানো পরিবারগুলোকে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করে দেয় সরকার।

এরপর প্রশ্ন ওঠে, নতুন এই জনপদটা তো জুরিমাঞ্জ থেকে বেশ খানিকটা দূরে - তো এই গ্রামের নাম কী দেওয়া হবে?

তখন একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে জুরিমাঞ্জও সে খবর

রেডিওতে শুনেছে।

সেই নবীন রাষ্ট্রকে সম্মান জানাতে নতুন গ্রামটির নামও দেওয়া হবে 'বাংলাদেশ' - এমনটাই সেদিন স্থির করেছিলেন ওই জনপদের বাসিন্দারা।

বাংলাদেশের নামে গ্রামটির নামকরণের মূল আইডিয়াটা কার, এটা নিয়ে অবশ্য দুরকম ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

নিসার আহমেদ দার জানালেন, তিনি বাপচাচাদের কাছে শুনেছেন তখন কাশ্মীর সরকারের একজন মন্ত্রীই না কি পরামর্শ দিয়েছিলেন নতুন গ্রামটির নাম 'বাংলাদেশ' রাখা হোক, আর গ্রামবাসীরা সানন্দে সেটা মেনেও নিয়েছিলেন।

তুলনায় প্রবীণ গুলাম আহমাদ বা গুলাম নবি বাট অবশ্য বললেন বাইরের কারও পরামর্শে নয় - গ্রামের তখনকার মুরুব্বিরা মিলেই না কি স্থির করেছিলেন নতুন জনপদের নাম দেবেন তারা বাংলাদেশ, সদ্য স্বাধীন দেশটিকে স্বীকৃতি জানাবেন।

দুটোর যে কোনও ব্যাখ্যাই সত্যি হতে পারে, তবে 'বাংলাদেশ' নামটা নিয়ে ওই গ্রামের যে আলাদা একরকম গর্ব আছে তা টের পেতে কোনও অসুবিধা হয় না।

প্রথম দিকে নামটা মুখে মুখে চালু থাকলেও ২০১০ সালে বান্দিপোরা জেলার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার অফিসও বাংলাদেশ নামটিকে নথিভুক্ত করেছে, এখন প্রায় ৭০টি পরিবারের সাড়ে তিনশো লোকের বসবাস সেখানে।

গ্রামের আশি বছরের প্রবীণা আজাইব বিবি বিকেলের দিকে খুব যত্ন করে নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে কাশ্মীরের বিখ্যাত 'কাহওয়া চা' খাইয়ে আপ্যায়ন করছিলেন।

তাঁর সন্তানদের মধ্যে দু'জন মূক ও বধির, কোনও ক্রমে হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন করে তিনি নিজের বিরাট সংসার চালান।

এত কষ্টের মধ্যেও আজাইব বিবি হাসিমুখে বলছিলেন, আমাদের গ্রামের নামটা কিন্তু একেবারে অন্য রকম! গোটা কাশ্মীরে এরকম নাম আপনি আর কোথাও পাবেন না!

গ্রামের সব লোকজন মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দেন, জানাতে ভোলেন না এই যে অন্য একটি দেশের নামে তাদের গ্রামের নাম - বিষয়টা তাদের অন্য রকম একটা ভালো লাগা দেয়!

বেড়াতে বা কাজে কাশ্মীরের অন্যত্র গেলেও তারা প্রথমেই বলেন, আমরা বাংলাদেশ গ্রাম থেকে এসেছি! আগে লোকজন শুনে একটু অবাক হত, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সবাই চিনে গেছে এই অভিনব নামের গ্রামটিকে।

'বাংলাদেশে'র পুনর্জন্ম

তবে প্রায় বাহান্ন বছর আগে এই নামকরণ হলেও পরবর্তী প্রায় চার দশক 'বাংলাদেশ' একটি অখ্যাত জনপদ হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হালে সেই ছবিটা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

আর এর পেছনে খুব বড় ভূমিকা রয়েছে উলার লেককে ঘিরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন প্রসারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার।

উলার লেক হল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে বৃহত্তম মিষ্ট জলের লেক, কাশ্মীরের সুপরিচিত ডাল লেকের অন্তত সাড়ে আট গুণ এর আয়তন।

কিন্তু শ্রীনগরের ডাল লেক পর্যটকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় হলেও তুলনায় উলারে 'ট্যুরিস্ট ফুটফল' অনেক কম, যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উলারের আকর্ষণ বোধহয় বেশি ছাড়া কম নয়।

সম্প্রতি সেই ছবিটাই বদলে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে 'উলার কনজার্ভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি', সরকারি অর্থায়ন আর বেসরকারি সহযোগীদের নিয়ে তারা নতুন করে আঁকছেন উলার লেকের চালচিত্র।

আমাদের এই প্রকল্পে একটা খুব বড় জায়গা নিয়ে আছে বাংলাদেশ গ্রাম, কারণ ওই এলাকাটার পর্যটন সম্ভাবনা অপরিসীম, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মুদাসির মেহমুদ।

গত দুতিন বছরের মধ্যে 'বাংলাদেশে'র সৌন্দর্যায়নে তারা বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছেন।

জুরিমাঞ্জবাংলাদেশওয়াতলাব গ্রামগুলোকে ঘিরে উলারের তীর ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে একটি আধুনিক বুলেভার্ড।

ইতিমধ্যেই লেকের বুক চিরে তৈরি হয়েছে প্রায় দুশো মিটার লম্বা একটি বোর্ডওয়াক, যেটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় একদম উলারের বুকে। পদ্মের বনের ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটাতে দেখা যায় নানা প্রজাতির মাইগ্রেটরি বার্ডদের।

'বাংলাদেশ' গ্রামের বাসিন্দারা এই বোর্ডওয়াকেরই নাম দিয়েছেন 'ভিউপয়েন্ট'।

নিসার আহমেদ বলছিলেন, বছরতিনেক আগে এই ভিউপয়েন্ট খোলার পর থেকেই হঠাৎ করে আমাদের গ্রামে ট্যুরিস্টদের আনাগোনা খুব বেড়ে গেছে।

ভারতের নানা প্রান্ত থেকে তো বটেই, অস্ট্রেলিয়াদক্ষিণ কোরিয়াইউরোপ থেকেও আজকাল দলে দলে পর্যটকরা আসছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গুলাম আহমাদ জানাচ্ছেন, ২০২২ আর ২০২৩র গ্রীষ্মে এমন কী বাংলাদেশ থেকেও জনাকয়েক পর্যটক তাদের গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। মানে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে কাশ্মীরের বাংলাদেশ দেখতে!

এমনিতে বাংলাদেশ গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনজীবিকা অনেকটাই উলার লেকনির্ভর।

তারা কেউ লেকে মাছ ধরেন, কেউ আবার লেকের তীরে হাঁসের চাষ করেন।

অনেকে আবার নৌকায় লেকের বুক থেকে তুলে আনেন ওয়াটার চেস্টনাট, জলের যে কাঁটাওলা ফসল অনেকটা বাংলার 'পানিফলে'র মতো দেখতে। কাশ্মীরিরা স্থানীয় ভাষায় বলেন 'সিংগারা'।

উলার লেকের বুকে পদ্মবন থেকে পদ্মের কন্দ বা 'নদরু' তুলে আনাটাও বাংলাদেশে অনেকেরই পেশা। এই নদরু দিয়ে তৈরি 'ইয়াখনি' নামে একটি পদ কাশ্মীরে খুবই জনপ্রিয়, আর বাংলাদেশের 'নদরু' এখন পাড়ি দিচ্ছে দিল্লিমুম্বাইব্যাঙ্গালোরের বাজারেও।

সব মিলিয়ে উলার লেকের তীরে একদা অপরিচিত 'বাংলাদেশ' যেন সম্প্রতি নতুন জীবন পেয়েছে, প্রতিবেশী দেশের নামে নামাঙ্কিত গ্রামটির নামডাক ছড়িয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে।

রাস্তাটা যদি আর একটু ভাল করা হয় আর উলার লেকে নিয়মিত ড্রেজিংটা চালু রাখা যায় তাহলে দেখবেন আমাদের বাংলাদেশ ট্যুরিস্টদের সামলাতে কূল পাবে না, একগাল হেসে বলেন প্রবীণ গ্রামবাসী গুলাম নবি বাট।

'হামলা আওয়ার খবরদার!'

বাংলাদেশ গ্রাম থেকে সন্ধ্যার দিকে যখন শ্রীনগরে ফিরছি, তখনও কিন্তু একটা খটকা রয়েই গিয়েছিল।

কাশ্মীরে 'ইন্ডিয়া'র বিরোধিতা এবং পাকিস্তানের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নিয়ে এত কথা শোনা যায়, সেই কাশ্মীর কীভাবে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন হওয়া একটি দেশের জন্মকে 'সেলিব্রেট' করেছিল সে প্রশ্নটার জবাব কিন্তু সেদিন বাংলাদেশ গ্রামে পাইনি।

পরে কাশ্মীরি গবেষক ও 'কে ফাইল' গ্রন্থের লেখক বশির আসাদ এর একটা চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিলেন।

তিনি জানাচ্ছেন, সাতচল্লিশে ভারত ভাগ থেকে পরবর্তী তিরিশ বছর কিন্তু সাধারণ কাশ্মীরিদের সমর্থন পুরোপুরি ভারতের দিকেই ঢলে ছিল। ছবিটা তখন মোটেই আজকের মতো ছিল না, বরং কাশ্মীরিরা তখন সবাই পাকিস্তানি দখলদারির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলেন।

এমন কী সাতচল্লিশ সালের শেষ দিকেই যখন পাকিস্তানি হানাদাররা কাশ্মীরে হামলা চালায়, তখন শ্রীনগরসহ গোটা ভ্যালিতে তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল 'হামলা আওয়ার খবরদার, হাম কাশ্মীরি হ্যায় তৈয়ার'! মানে তারা তখন পাকিস্তানিদের উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন!

ফলে একাত্তরের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের দুটুকরো হওয়াকে কাশ্মীরের একটি জনপদ যে 'বাংলাদেশ' নামকরণের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করেছিল, তাতে বশির আসাদ এতটুকুও বিস্মিত নন।

এমন কী সাতাত্তর সালের আগে জামাতইইসলামীও কিন্তু কাশ্মীরে সেভাবে পায়ের তলায় জমি পায়নি। ফলে একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে জামাতের নির্যাতনঅত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়, বলছিলেন তিনি।

বশির আসাদ আরও মনে করেন, ১৯৮৯ সালে কাশ্মীরে উগ্রপন্থা আর জঙ্গীবাদের রমরমা শুরু হওয়ার আগে কাশ্মীর ছিল সম্ভবত সমগ্র উপমহাদেশেই সবচেয়ে উদার ও সহিষ্ণু একটি সমাজ - কাজেই সেখানে অবাধ গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে চেতনাও ছিল খুব শক্তিশালী।

এছাড়া 'বাংলাদেশ' নামকরণের আর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও হয়তো আছে - যার আভাস নিহিত ছিল কাশ্মীর সরকারের একজন মন্ত্রীই এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিসার আহমেদ দারের এই কথাতে।

সে সময় জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সৈয়দ মীর কাশিম।

কংগ্রেসের এই সিনিয়র নেতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কাশ্মীরে কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তোলার কৃতিত্ব অনেকে তাঁকেই দিয়ে থাকেন।

একাত্তরের যুদ্ধ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

ফলে তাঁকে সম্মান জানাতে মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাশিম বা তাঁর কংগ্রেসি মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য নতুন একটি গ্রামের নাম 'বাংলাদেশ' রাখার সুপারিশ করেছিলেন, এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সত্যিটা ঠিক কী ছিল, আজ হয়তো তা পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু সুদূর উত্তর কাশ্মীরের এক প্রান্তে, সুবিস্তীর্ণ উলার লেকের এক তীরে বাংলাদেশ নামে একটি ছোট্ট গ্রাম যে অর্ধশতাব্দীরও বেশি পুরনো ইতিহাসকে নিজের বুকে আজও ধরে রেখেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

টুকরো খবর

দ্বৈত নাগরিকত্ব, ঋণখেলাপিসহ নানা কারণে প্রার্থিতা হারিয়ে আলোচিত যারা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া অন্তত পাঁচ জনের মনোনয়নপত্র নানা কারণে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন, তবে এসব প্রার্থীরা কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখন উচ্চ আদালতে যেতে পারবেন। মূলত দ্বৈত নাগরিকত্ব ও ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণেই তারা প্রার্থিতা হারিয়েছেন। এর বাইরে আওয়ামী লীগের জোটের অংশ হিসেবে একাদশ সংসদে এমপি হওয়া বিকল্প ধারার মহাসচিব মেজর (অব) আব্দুল মান্নানের মনোনয়নপত্রও এবার বাতিল হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ শুরুতে মনোনয়ন দিয়ে পরে নতুন প্রার্থী বেছে নেয়ায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ঝালকাঠি১ আসনের এমপি বজলুল হক হারুনের। এছাড়া দলের কমিটি নিয়ে বিরোধের জের ধরে গণতন্ত্রী পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। দলটির বারটি আসনে এবার প্রার্থী দিয়েছিলো। ১৪দলীয় জোটের অংশ হিসেবে দলটির প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিলেন। যেসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে রিটার্নিং অফিসারের প্রাথমিক বাছাইয়ের সময়েই। আর কয়েকজনের বাতিল হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপিলের কারণে। এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রাথমিক পর্যায়ে রিটার্নিং অফিসার বৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, আগামী সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ছাড়া বিশটির বেশি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। আওয়ামী লীগ তার শরীক তিনটি দলকে সাতটি আসন ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপিসহ অনেকগুলো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। ওদিকে যাচাইবাছাইয়ের প্রক্রিয়া শেষে এখন দুই হাজার ২৬০ প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রার্থী হিসেবে আছেন। তফসিল অনুযায়ী ১৭ই ডিসেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন।

কারা কেন প্রার্থিতা হারালেন

আওয়ামী লীগ এবারের সংসদ নির্বাচনের জন্য তিনশ আসনের বিপরীতে ২৯৮টি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছিলো। কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জের দুটি আসনে দলটি কোন প্রার্থী দেয়নি। চলতি একাদশ সংসদের দলটির সংসদ সদস্য হিসেবে আছেন এমন একাত্তর জনকে দলটি এবার মনোনয়ন দেয়নি। পরে এই বাদ পড়াদের অনেকে আবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগ এবার দলের নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকার কথা জানানোর পর দলের অনেক নেতা বিভিন্ন জায়গায় দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন। মূলত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আপিলসহ কয়েকটি কারণে ক্ষমতাসীন দলটির ছয় জন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হলো নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে। তবে কমিশনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা আদালতে যেতে পারবেন। আওয়ামী লীগের মনোনীত যেসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র চূড়ান্তভাবে বাতিল হয়েছে তারা হলেন - বরিশাল৪ আসনের শাম্মী আহমেদ, ফরিদপুর ৩ আসনের শামীম হক, যশোর৪ আসনের এনামুল হক বাবুল, কক্সবাজার ১ আসনের সালাউদ্দিন আহমেদ, ময়মনসিংহ৯ আসনের মেজর জেনারেল (অব) আব্দুস সালাম এবং ঝালকাঠি১ আসনে বজলুল হক হারুন। এর মধ্যে ঝালকাঠি১ আসনের বজলুল হক হারুন বর্তমান একাদশ সংসদের সদস্য এবং এবার শুরুতে তিনিই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিএনপি নেতা মেজর (অব) শাজাহান ওমর আওয়ামী লীগে যোগ দিলে আওয়ামী লীগ তাকেই প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেয়। বাকিদের মধ্যে দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কিত ঝামেলায় পড়ে প্রাথমিক বাছাইয়ে বৈধ হয়েও চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রার্থিতা হারিয়েছেন বরিশাল৪ আসনের শাম্মী আহমেদ এবং ফরিদপুর৩ আসনের শামীম হক। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে এমন ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ নেই। বরিশাল৪ আসনের আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি পঙ্কজ দেবনাথ এবার দলের মনোনয়ন পাননি। তার জায়গায় আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়েছে শাম্মী আহমেদকে।

কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে রিটার্নিং অফিসার তার মনোনয়নপত্র বাতিল করে। এর বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি। একই সাথে তিনি মি. দেবনাথের বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য লুকানোর অভিযোগ করে প্রার্থিতা বাতিলের আবেদন জানান। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কমিশন পঙ্কজ দেবনাথের প্রার্থিতা বহাল রাখে এবং শাম্মী আহমেদের প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করে। শাম্মী আহমেদের ঘনিষ্ঠ স্থানীয় পৌর মেয়র কামাল উদ্দিন খান জানিয়েছেন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবেন। ফরিদপুর৩ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত শামীম হকের প্রার্থিতা শুক্রবার সকালে বাতিলের সিদ্ধান্ত জানায় নির্বাচন কমিশন। দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে আপিল করেছিলেন ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ. কে. আজাদ। নির্বাচন কমিশন সেই আপিল মঞ্জুর করেন। মি. হকও এ. কে. আজাদের হলফনামায় দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপন, সম্পদবিবরণী ও নির্ভরশীলদের বিষয়ে 'মিথ্যা তথ্য' দেওয়ার অভিযোগ এনে ইসিতে আপিল করেছিলেন। কিন্তু কমিশন তার এ আপিলও নামঞ্জুর করে। একে আজাদের আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন শামীম হকের পক্ষে নির্বাচন কমিশনে যেসব কাগজপত্র দেয়া হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ওনার নাগরিকত্ব বাতিল হয়নি। এছাড়া যশোর ৪ আসনের এনামুল হক বাবুল, কক্সবাজার ১ আসনের সালাউদ্দিন আহমেদ এবং ময়মনসিংহ৯ আসনের মেজর জেনারেল (অব) আব্দুস সালামের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে। যশোর ৪ আসনের বর্তমান এমপি রণজিৎ কুমার রায়ের পরিবর্তে এবার এনামুল হক বাবুলকে মনোনয়ন দিয়েছিলো আওয়ামী লীগ। কিন্তু ঋণখেলাপির অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিলের পর তার আইনজীবী হারুনুর রশিদ খান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন। ময়মনসিংহ৯ আসনের মেজর জেনারেল (অব) আব্দুস সালামের প্রার্থিতা বাতিলের জন্য আবেদন করেছিলেন ওই আসনের আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ারুল আবেদীন খান। আপিলে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন মি. সালামের প্রার্থিতা বাতিল করে দেয়। কক্সবাজার ১ আসনেও বর্তমান এমপি জাফর আলমকে মনোনয়ন না দিয়ে প্রার্থী হিসেবে সালাউদ্দিন আহমেদের নাম ঘোষণা করেছিলো আওয়ামী লীগ। মি. আলম স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। মি. আহমেদ প্রার্থিতা ফিরে পেতে কমিশনে আপিল করলেও শুনানি শেষে শেষ পর্যন্ত বাতিলের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর দিনে হরতাল ডাকলো বিএনপি ও সমমনা দলগুলো

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপিসহ তাদের সমমনা দলগুলো আঠারই ডিসেম্বর সোমবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ওইদিনই আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে যেসব দল ও প্রার্থী অংশ নিচ্ছে তাদের প্রচারণা শুরুর কথা। নির্বাচনী কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের এক প্রস্তাবের আলোকে আঠারই ডিসেম্বর থেকেই সভা সমাবেশসহ যে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর ইতোমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, নির্বাচন করার জন্য দেশটাকে মগের মুল্লুক বানিয়ে ফেলেছে তারা (সরকার)। সাতই জানুয়ারি রাষ্ট্রের প্রায় দু হাজার কোটি টাকার শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছে সরকার। তিনি বলেন, হাস্যকর ভুয়া নির্বাচন বানচাল করবে ভোটাররা। সচেতন মানুষ কেউ ভোট কেন্দ্রে যাবেন না। ওদেরকেই ভোট কেন্দ্রে মাছি মারতে হবে। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান আজ শনিবারই বলেছেন নির্বাচন বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না এবং নির্বাচনের বিরুদ্ধে কথা বলা ও প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

তালেবানদের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে এক বাবা যে কৌশল নিয়েছিলেন

কাবুল (এজেন্সী) ঃ সব বাধা অতিক্রম করে নিলোফার এখন একজন আইনজীবী যিনি নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের কুন্দুজের একটি গলিতে খেলা করছিল নিলোফার আয়ুব। সে সময় একটা থাপ্পড়ের ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছোট্ট মেয়েটি। যখন ওর বয়স ছিল মাত্র চার বছর, তখন একজন বিশালাকায় দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তি তাকে অশালীন ভাবে স্পর্শ করে। গালে ঠাঁটিয়ে থাপ্পড় মারার পরে নিলোফারকে সেই ব্যক্তি ধমকে বলেছিল বোরখা না পরলে, তাঁর বাবাকে ছেড়ে কথা বলা হবে না।

সেই ঘটনার ২৩ বছর পরে, বিবিসির রেডিও অনুষ্ঠান 'আউটলুক'-এ একটি সাক্ষাৎকারে মিজ আয়ুব বলেন, সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি পৌঁছেছিলাম। বাবার মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছিল। রাগে তাঁর পুরো শরীর কাঁপছিল।

আমার মনে আছে, বাবা রেগে গোটা ঘরে পায়চারি করছিলেন। তিনি বিড়বিড় করে বলছিলেন ওর সাহস কী করে হল তোমাকে ছোঁয়ার। এরপর একটা বড় সিদ্ধান্ত নেন। উনি মাকে কাঁচি আনতে বলেন আর তারপর আমার চুল কেটে ফেলে, তিনি বলেছিলেন।

বাবা আমার মাকে বলেন, ওকে ছেলেদের জামা পরাও।

আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের প্রথম পর্যায় নিলোফার বড় হয়েছেন। সময়টা ১৯৯৬ থেকে ২০০১-এর মাঝের। তালেবানদের শরীয়া আইন থেকে বাঁচতে নিজের জীবনের দশটা বছর তিনি ছেলে সেজে কাটিয়েছেন।

নিজেদের মতো করে তালিবানরা শরীয়া আইনের ব্যাখ্যা করে আর তাঁদের অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করে।

মিজ আয়ুব বর্তমানে পোল্যান্ডে বসবাস করেন। ছেলেবেলার ঘটনা মনে করে তিনি বলেন, সেই দিনগুলোতে আফগানিস্তানে বড় হওয়ার মানে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে রক্ষণশীল অঞ্চলে বেড়ে ওঠা। এখানে, অধিকার নির্ধারণ করা হয় আপনি পুরুষ বা মহিলা কি না তাঁর বিচারে, নিলোফার আয়ুব বলেছিলেন।

ছেলেবেলার দিনগুলো

নিলোফারের জন্ম ১৯৯৬ সালে, পাসপোর্টে যদিও লেখা রয়েছে, ১৯৯৩।

মার্কিন সেনা ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আসার পর তালেবানরা পিছু হটতেই, নিলোফারের বাবা তাকে স্কুলে ভর্তির চেষ্টা শুরু করেন। তিনি চাইছিলেন, মেয়ে যত দ্রুত সম্ভব স্কুলে ভর্তি হোক।

মিজ আয়ুব জানিয়েছেন, কুন্দুজ নারীদের জন্য থাকা সহজ ছিল না। নারী তো ছেড়ে দিন, পুরুষদের পক্ষেও এই শহরে থাকা কঠিন ছিল।

তিনি বলেন, আফগানিস্তানে ছেলে হওয়াটা আপনা থেকেই একটা শক্তি জোগায়। আপনার বয়স যদি দুই হয় তাহলে আপনি সেই মায়ের চাইতে বেশি সম্মান পাবেন যিনি আপনার জন্ম দিয়েছেন। আর বয়স চার হলে তো জন্মদাত্রী মায়ের অভিভাবক হয়ে ওঠে ছেলেরা। তাঁর (মায়ের) অবস্থা হয় দাসীর মতো। একজন নারী হিসেবে আপনি কোথাও স্থান নেই একেবারে অদৃশ্যই।

এই কারণে পরিবারের মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো পোশাক পরানোর বিষয়টা সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

যদি কোনও পরিবারে সামনে দাঁড় করানোর মতো পুরুষ না থাকে, তাহলে যে কোনও সম্পদশালী ব্যক্তিই সেখানকার মহিলা সদস্যের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁকে নিজের স্ত্রী বানানোর চেষ্টা করবে।

তাঁর (নিলোফারের) কথায়, আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম ছিল। পরিবারে পুরুষ সদস্য থাকায়, আমরা স্বাধীন ভাবে থাকতে পেরেছিলাম।

স্বাধীনতা

অদ্ভুত ভাবে চুল কাটা আর ভাইয়ের জামা পরে যে নিলোফারের জীবনটাই পুরো বদলে যেতে চলেছে, সেটা বোধহয় তিনি আন্দাজ করেননি।

আমার ভাইদের সঙ্গে যেমনটা করা হত, আমিও ঠিক সেই রকম ব্যবহারই পেতাম। আমি ছেলেদের পোশাক পরে বাবার সঙ্গে বাজারে যেতে পারতাম, বাসে চেপে ঘুরে বেরাতে পারতাম। আশপাশের ছেলেরা আমার বন্ধু হয়ে গেছিল। আমি সারাটা দিন বাড়ির বাইরে খেলতাম, ছেলেবেলার স্মৃতির পাতা ঘেঁটে বলেছেন মিজ আয়ুব।

তাঁর বাকী বোনদের পরিস্থিতি কিন্তু আফগানিস্তানের অন্য নারীদের মতোই ছিল। মাথা ঢেকে তাঁদের বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই থাকতে হত। পোশাক দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হত নিজেদের যাতে শরীরের কোনও অংশ দেখা না যায়। নিলোফারের বাবা এই বিষয়টিকে ঘেন্না করতেন।

মিজ আয়ুব বলেন, প্রথাগত হলুদ রঙের জামা পরার পক্ষে আমার বাবা একেবারেই ছিলেন না। কেন আমাদের সঠিক ভাবে পোশাক পরানো হয় না, সে বিষয়ে বাবা প্রায়শই মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও করতেন। বলতেন কেন আমাদের ঢিলেঢালা, বৃহদাকার জামা পরানো হয়।

বাস্তবতার ছোঁয়া

তেরো বছর বয়সে, নিলোফার একটি কঠোর জুডো প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আসেন। পায়ে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। কোনও মতে বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম করতে চাইছিলেন। বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পা বেয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে দেখেন। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন নিলোফার কিন্তু তিনি কখনই বুঝতে পারেননি যে তাঁর জীবন একটি নতুন মোড় নিয়েছে।

পরের দিন আমি আমার এক মেয়ে বন্ধুকে বিষয়টি জানাই। সে হাসতে থাকে। আমাকে বলে, 'তুমি একটা বোকা। তোমার বোনেরা কি এ বিষয়ে কিছু বলেনি? তিনি বলেছিলেন।

এই বন্ধুই তাকে এই 'রহস্যময়' বিষয়টি সম্পর্কে বলেন আর বুঝিয়ে বলেন, টিভি বিজ্ঞাপনে দেখা স্যানিটারি ন্যাপকিনের গুরুত্ব কী।

তিনি বলেন, বাড়ি ফেরার পর মা আমার পোশাকে কিছু একটা দেখতে পান। কাছে এসে আমায় ভাল বোধ করানোর বদলে অভিশাপ দিতে থাকেন যে কেন আমি এত দ্রুত বড় হচ্ছি।

নিলোফারের জীবন তাঁর আর তাঁর অন্যান্য মেয়েদের জীবনের মতো হয়ে যাবে এটা ভেবেই মা কাঁদতে থাকেন। তাঁদের জীবন চার দেয়ালের মাঝে বদ্ধ ছিল।

বিদ্রোহের স্বর

একজন কিশোর হিসেবে বেড়ে ওঠাটা নিলোফারের জীবনকে বিদ্রোহে ভরিয়ে দিয়েছিল। এই কারণেই মেয়েদের শরীরের পরিবর্তনগুলি বুঝিয়ে বলার জন্য একটি 'গ্রুপ' তৈরি করেন। এই মনোভাবই তাকে ভারতে গিয়ে পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিয়ে সম্পর্কে ধারণাগুলি গঠনের ক্ষেত্রেও এটা সাহায্য করেছিল। আমি অনেক বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। যখন ছোট ছিলাম, তখন থেকেই বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু বাবা এ বিষয়ে আমায় নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, ও (নিলোফার) এখনই বিয়ে করতে যাচ্ছে না। আগে পড়াশোনা শেষ করবে তারপর ও ঠিক করবে কি হবে, নিলোফার আয়ুব বলেন।

শেষপর্যন্ত ২০১৬ সালে বিয়ে করেন তিনি। নিলোফারের বাবার মৃত্যুর পর যে শূন্যস্থানটা তৈরি হয়েছিল, সেটা তাঁর স্বামী পূরণ করেন।

তাঁর কথায় অবশ্যই বাবার জায়গাটা নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু উনি (নিলোফারের স্বামী) সেই ভূমিকা পালন করেছেন। উনি খুবই সাহায্য করেছেন আমায়।

বেরিয়ে আসার রাস্তা

মিজ আয়ুবের পরিবার শেষপর্যন্ত বেরিয়ে আসে। তাঁরা রাজধানী কাবুলে পৌঁছে একাধিক আসবাবপত্রের দোকান খোলেন। এক সময় ৩০০ জন কর্মচারী তাঁর দোকাগুলিতে কাজ করত। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন এমন নারী যাঁদের কোন পুরুষ অভিভাবক ছিল না।

কিন্তু ২০২১ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবানরা আবার ফিরে আসে। এটা নিলোফার এবং তাঁর পরিবারের জন্য গা ঢাকা দেওয়ার সময় ছিল।

কাবুলের রাস্তায় বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি তাঁর কর্মস্থলের কাছে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। আর তাঁর মা এবং বোনরা শহরের অন্য প্রান্তে চলে যান। নিলোফার কিন্তু তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যান।

সে সময় তিনি আফগানিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে আগ্রহী সাংবাদিকদের সে বিষয়ে তথ্য জানাচ্ছিলেন।

পোল্যান্ড-এর এক সাংবাদিক মিজ আয়ুবকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি ও তার পরিবার আফগানিস্তান ছাড়ার অনুমতি পেতে পারে এমন ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন কি না।

আমি বললাম না। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আমায় এক ঘণ্টা সময় দিন, নিলোফার আয়ুব স্মরণ করেন।

এরপর একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তার নাম যোগ করা হয় এবং তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাবুল বিমানবন্দরে পৌঁছাতে বলা হয়। নিলোফার সঙ্গে আনেন শুধুমাত্র দুটি ব্যাকপ্যাক। আমার মা সেখানে কোরান হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই শেষবারের মতো আমার মা আর বাড়িকে দেখেছিলাম, তিনি বলেন।

মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালিবান শাসন ফিরে আসায় আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আবার অবনতি হয়।

একটা নতুন জীবন

মিজ আয়ুব ও তাঁর পরিবার বর্তমানে পোল্যান্ডে বসবাস করেন। আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিমানে ওঠার আগে তিনি এই দেশ (পোল্যান্ড) সম্পর্কে খুব কমই জানতেন তিনি।

কিন্তু সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েও তিনি আজ একজন এমন আইনজীবী যিনি নিজের দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেন। ইতিমধ্যে ব্রাসেলস, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন নিলোফার। সেখানকার মানুষকে তাঁর জীবনের কথাও বলেছেন।

তাঁর কথায়, আমার জীবন ছিল অভিশাপের পাশাপাশি আশীর্বাদও।

মিজ আয়ুব বলেন, অভিশাপ কারণ এটি আমাকে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছে, তিনি বলেন।

আমি পুরোপুরি নারী বা পুরুষ হতে পারি না। তবে এটিও একটি আশীর্বাদ বলেই প্রমাণ হয়েছিল। আমি দুটো অভিজ্ঞতাই পেয়েছি। আজ আমি একজন শক্তিশালী নারীতে পরিণত করেছে আমায়। আজ আমি সেই শক্তিশালী নারীই।

শিখ নেতা হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে আমেরিকার 'গোপন ব্রিফিং'

নিউ ইয়র্ক ঃ মার্কিন কংগ্রেসের পাঁচজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদস্যকে এক 'গোপন ব্রিফিং' করেছে বাইডেন প্রশাসন। এক মার্কিন নাগরিককে নিজের দেশের মাটিতেই হত্যার ষড়যন্ত্রে এক ভারতীয় অফিসারের জড়িত থাকার বিষয় নিয়েই ওই 'গোপন ব্রিফিং' হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। 'ব্রিফিং'-এর পরে এক যৌথ বিবৃতি দিয়ে ওই পাঁচজন কংগ্রেস সদস্য জানিয়েছেন, যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা উদ্বেগজনক এবং বিষয়টির যদি সমাধান না করা হয় তবে মার্কিন ভারত সম্পর্কের 'উল্লেখযোগ্য ক্ষতি' হতে পারে।

গত মাসে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর নিউ ইয়র্কের এক আদালতে যে অভিযোগপত্র জমা দেয়, তা অনুযায়ী নিখিল গুপ্তা নামে এক ভারতীয় নাগরিক ও এক নাম উল্লেখ না করা ভারতীয় অফিসার যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। মি. গুপ্তাকে চেক প্রজাতন্ত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কথিত ষড়যন্ত্রে যে মার্কিন নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, অভিযোগপত্রে তার নাম করা হয় নি।

তবে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী মনে করা হচ্ছে যে ওই ব্যক্তি হলেন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু। তাকে ভারত বেশ কয়েক বছর আগেই সন্ত্রাসী বলে ঘোষণা করেছিল।

কী বলছেন মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরা?

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে উদ্ধৃত করে ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে যে পাঁচ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেস সদস্য অমি বেরা, প্রমীলা জয়পাল, রো খান্না, রাজা কৃষ্ণমূর্তি এবং শ্রী থানেদার 'ব্রিফিং'-এর শেষে যৌথ বিবৃতিটি দিয়েছেন। ভারত সরকার যে অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত কমিটি গড়েছে, সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ওই পাঁচজন কংগ্রেস সদস্য বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ভারত পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করুক, ভারত সরকারের অফিসার সহ যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করুক, জবাবদিহি নিশ্চিত করুক আর এই আশ্বাস দিক যে এই ঘটনা আর কখনও হবে না।

আমরা বিশ্বাস করি যে ভারত মার্কিন বন্ধুত্ব দুই দেশের মানুষের জীবনেই একটা সদর্থক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু আমাদের উদ্বেগটা এখানেই যে অভিযোগপত্রে যেসব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো নিয়ে যদি যথার্থ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুতর ক্ষতি হবে, যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন ওই কংগ্রেস সদস্যরা।

তাদের যে 'গোপন ব্রিফিং' করা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে যে বাইডেন প্রশাসন এমন কিছু প্রমাণ তাদের সামনে তুলে ধরেছে, যার সব কিছু হয়তো আদালতে দাখিল করা অভিযোগপত্রে লেখা হয় নি।

নিখিল গুপ্তার পরিবারের মামলা

এদিকে, চেক প্রজাতন্ত্রে ধৃত নিখিল গুপ্তার পরিবারের পক্ষ থেকে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একটি হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। ওই পিটিশনে দাবি জানানো হয়েছে যে কোর্ট ভারত সরকারকে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দিক। হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন হল কোনও ব্যক্তির খোঁজ না পেলে তাকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর দাবি জানিয়ে আবেদন। মি. গুপ্তার আইনজীবী দাবি করেছেন যে তাকে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। আইনজীবী রোহিনী মুসা বলেন, তার বিরুদ্ধে প্রত্যর্পণের আদেশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই আদেশের কপি দেওয়া হয়নি। কিছু রিপোর্ট অনুসারে, তাকে প্রত্যর্পণও করা হয়েছে, তবে আমরা তার কাছ থেকে কোনও তথ্য পাচ্ছি না।

মি. গুপ্তার পরিবারের দাবি, 'স্বঘোষিত মার্কিন এজেন্টরা' গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এখনও পর্যন্ত তাকে ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এই পিটিশনে বলা হয়েছে যে তাদের নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে যেখানে তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এটিও দাবি করা হয়েছে যে তার ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে গরুর এবং শুয়োরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। নিখিল গুপ্তার পরিবারের এইসব অভিযোগ নিয়ে তাদের মন্তব্য জানতে বিবিসি প্রাগে মার্কিন দূতাবাসে ইমেইল করেছে।

চেক প্রজাতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রে মি. গুপ্তার হয়ে সওয়াল করার জন্য তার পরিবার একজন ভারতীয় উকিলও চেয়েছেন।

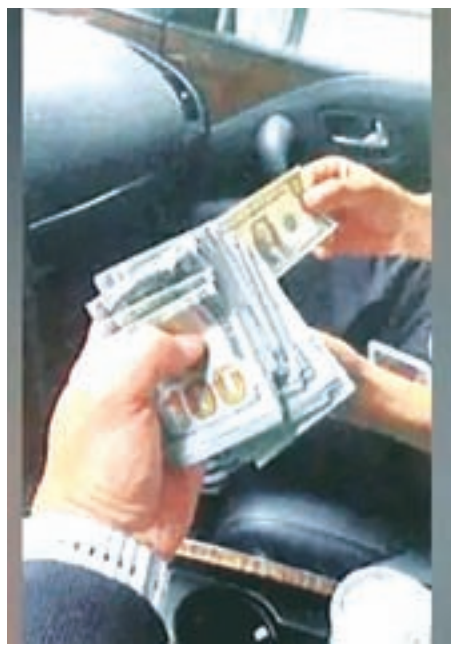

মামলাটির শুনানির সময় ভারতের শীর্ষ আদালত বিষয়টিকে 'অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়' বলে বর্ণনা করে এবং নিখিল গুপ্তার সিনিয়র আইনজীবীকে চেক প্রজাতন্ত্রের আদালতে আবেদন করতে বলে।

কেন গ্রেপ্তার নিখিল গুপ্তা?

ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ আছে। তবে চেক প্রজাতন্ত্রে তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পিছনে যে অভিযোগ আছে, তা হল মার্কিন নাগরিক গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে সে দেশের মাটিতেই হত্যার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এ নিয়ে যে অভিযোগপত্র প্রকাশ করেছে, তাতে লেখা হয়েছে যে পরিকল্পনা করা ওই হত্যার জন্য গ্রেপ্তার ব্যক্তি একজন ভাড়াটে খুনি নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক অভিযোগপত্র প্রকাশ করার পরেই নিখিল গুপ্তা ধরা পড়েন চেক প্রজাতন্ত্রে। মি. গুপ্তা নগদ এক লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে ভাড়াটে খুনিকে হত্যাকাণ্ডের জন্য নিয়োগ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ভাড়াটে খুনি আসলে ছিলেন একজন ছদ্মবেশী ফেডারেল এজেন্ট। গোটা ঘটনায় নাম না করে ভারতীয় এক নিরাপত্তা অফিসারের জড়িত থাকার কথাও অভিযোগ পত্রে লেখা হয়েছে।